মাটির কুলুঙ্গি থেকে

মাটির কুলুঙ্গি থেকে

রবি গঙ্গোপাধ্যায়

প্রণতি

প্রণতি পাবলিশিং হাউস

কলকাতা - ৭০০০৪৫

MATIR KULUNGI THEKE

A collection of Bengali poems

by **Rabi Gangopadhyay**

প্রথম প্রকাশ

অক্ষয় তৃতীয়া, ১৪১৮

গ্রন্থসত্ত্ব

রেবা গঙ্গোপাধ্যায়

প্রকাশক

সর্বাণী গঙ্গোপাধ্যায়

বি ৩/৩ রিজেন্ট সোনারপুর

কলকাতা - ৭০০১০৩

পরিবেশক

প্রগতি পাবলিশিং হাউস

১৭০/৪৩ লেক গার্ডেন্স

কলকাতা - ৭০০০৪৫

মুদ্রক

অমিত ব্যানার্জী

টালিগঞ্জ, কলকাতা

যোগাযোগ ঃ ০৯৪৩৪৫২১৩৪৯

Website : hpt..//www.rabigangopadhyay.com

মূল্য

একশ টাকা

উৎসর্গ

শ্রীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ও

নিধুবালা দেবী

অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ—

- ভালবাসায় অভিমানে
- বৃষ্টির মেঘ
- কোজাগর
- পুণ্যশ্লোক অন্ধকারে
- কয়েক টুকরো
- মুখর প্রচ্ছদ
- জলের মর্মর
- জল থেকে জলে
- লঘু মুহূর্ত
- আগুন ও জলের পিপাসা
- জল থেকে জলে
- ধূসর সংহিতা
- কোঠার ভিতর চোরকুঠুরি
- ছিন্নমেঘ ও দেবদারু পাতা
- ব্যক্তিগত কথোপকথন
- কবিতার কাছাকাছি একা
- আরশি টাওয়ার
- মা
- উৎফুল্ল গোধূলি
- প্রাচীন পদাবলী
- গেরুয়া তিমির
- ধুলো থেকে বালি থেকে
- স্মৃতি বিস্মৃতি
- ছিন্ন মেঘ ও দেবদারুপাতা
- অন্তিম সামঞ্জস্য
- রুদ্রাক্ষে বিধৃত
- যে যায়, যে থাকে
- যেখানে উৎকীর্ণ ছিল
- ঘোড়া ও পিতল মূর্তি
- হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর

রচনা ১৯৯৪

নিজেকে নিয়ে

নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত রয়েছি তাকাতে পারি না
তোমাদের মুখে
নিজেকে নিয়েই
জড়াতে ছড়াতে পথে পথে উড়ে পুড়ে যেতে যেতে
ব্যস্ত রয়েছি
ফেলে দিতে মায়া পুরনো পোশাক
চ'লে যেতে মায়া ভুলগুলি আজও
খুলে দিতে মায়া লুকোনো দুঃখ
কিছুই করিনা, তবুও ব্যস্ত,
কাকে নিয়ে?
শুধু নিজেকে? নিজে কি
করেছি আলাদা জীবনের থেকে
যে জীবন ভাঙে বেকার যুবার হাজার দুপুর লক্ষ রাত্রি
যে জীবন কাড়ে বেঁচে থাকা টুকু নষ্ট নারীর
যে জীবন সব শুষে নিতে নিতে কিশোরীর মন
জলে ফেলে যায়
মানুষের মত মুখোশে মুখোশে ছেয়ে যায় দেশ
ছায়ার মতন পিছু পিছু ফেরে থাবা ফেলে ফেলে
যে বীভৎসতা সকুঠার প্রেত
সে উৎকণ্ঠা সেই উদ্বেগ
পাকে পাকে বাঁধে, কাকে? নিজেকে না?
পারি না তাকাতে তোমাদের মুখে
ওই বেদান্ত
মগজে ঢোকে না
নিজেকে একাকী
নিয়ে বেরিয়েছি
শুধু পথে পথে শুধু পথে পথে
সে কখনো ওই ঘরের মতন
তর্জনী তুলে বেরোতে বলে না

জলের সাঁকো

ওই যে নারী অচেনা তার চিঠির জন্যে মাতাল ছিলাম
ওই যে সুখের করোষ্ণতা পাগল ছিলাম তারও জন্যে
যে দুঃখকে স্ট্যাচুর মধ্যে আলমারীবন্দী করেছি
মুছে ফেলেছি গোপন চিহ্ন সমস্ত কলঙ্করেখা
এ পথ থেকে ওপথ যেতে সেই যে ট্র্যাফিক থামিয়ে ছিলাম
এ সমস্ত গল্প এখন হাল্কাচটুল ঘুমের জন্যে

এ সমস্ত গল্প এখন বিকেল বেলার বাসি বকুল
গ্রামের প্রাচীন বাদ্যকারের ছন্দ এসব ছেঁড়া পোশাক
মুণ্ডবিহীন শরীর ঘোরে কি পদ্যে কি গদ্যে এবং
ঘরে বাইরে, আত্মাটাত্মা হাসির খোরাক

জয়ধ্বনি জোর উঠেছে, কিসের রে জয়? কোথায় যুদ্ধ?
জানি না ভাই, জয় দিতে হয় দিচ্ছি, ভীষণ ছাপোষা লোক
তত্ত্ব তথ্য জানতে ভীষণ অনাগ্রহ তোদের মতন

ব্যস্ত ছিলাম মত্ত ছিলাম মাতাল ছিলাম পাগল ছিলাম
দুঃখ গিলে সুখও গিলে হজম ক'রে দুইয়ের পারে
জলের সাঁকোয় দাঁড়িয়ে আছি দু'প্রান্তে নীল ভুবনভাঙা
দুজন নারী হাত ধরেছে জলের সাঁকোয় বিকেল বেলা

এখনো নাম

এখনো তোমার নাম কবিদের কবিতা লেখায়
নদীর জলের মুখে শোনা যায় রাত্রি গাঢ় হলে
পাতারা ফিসফিস ক'রে কথা বলে জ্যোৎস্নার আড়ালে
এখনো তোমার নাম বাতাসের বেহালা বাজায়

তোমার নামের শব্দ লেখে রোজ রাতের তারারা
লুকোয় বুকের তলে কুঁড়িগুলি ধূসর গোধূলি
অশ্রু ছলোছলো হয় সকালের কাদের শিশির
তোমার নামের শব্দে আমাদের সুখ দুঃখ ভাসে

এখনো আমার জন্ম জন্মান্তর আমার প্রণাম জাগরণ
আমার বিনিদ্র ব্যথা পুণ্য পাপ বিরহ মিলন
কামক্রোধ লোভমোহ-অন্ধ ও প্রমত্ত পাকে পাকে
তোমার নামের জন্যে ভেসে আসা আকাশে আকাশে

তোমার নামের জন্যে এখনো নিঃসঙ্গ সেই পাখি
প্রবাদের ডালে ব'সে উদাসীন ছেঁড়া ভাঙা ডানা
নিঃসঙ্গ কাতর আজও মাথা খুঁড়ে একটি জোনাকি
একটি বিরহ ঘন নীল হয়ে মাটি ছুঁতে চায়

এখনো তোমার নামে ফুল ফোটে বৃষ্টি নামে আর
কাউকে কাউকে করে কৃত্তিবাস কৃষ্ণদাস, কবিতা লেখায়

দুঃখ কষ্ট

দুঃখে ছিলে কষ্টে ছিলে কাছে
ব্যথায় ছিলে শূন্য দুপুরবেলা
নির্জন রাতে ভীষণ মুখোমুখি
খরায় ছিলে সর্বনাশী বাণে
অন্নহীনা বস্ত্রহীনা পথে
পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে ছিলে

এখন নেই শস্যে মাঠে মাঠে
এখন নেই স্বর্ণচাঁপা ফুলে
এখন নেই পানীয়ে ভিডিওতে
রাতের নীল নারীতে কোনোদিনও

কেন যে ছিলে কেন যে নেই তাকি
জানে এ মন, জানো কি তুমি? তা'লে
কৌতূহল ছলাৎছল নদী
হুমড়ি খেয়ে ভাষায় সীমারেখা
বিরহ-ঝুরি সমূল বট নিয়ে

দুঃখে ছিলে কষ্টে ছিলে কাছে
দুঃখ নেই কষ্ট নেই আর?

চলো

ভালবাসতে বাসতে চ'লে এসো
ভালবাসতে বাসতে চলো যাই
ভালবাসতে বাসতে বেঁচে থাকো
ভালবাসতে বাসতে ভেঙেচুরে
ভালবাসতে বাসতে জলে ঝড়ে
ভালবাসতে বাসতে চলো যাই।

চিরবকুলতলা

মাটিকে ছুঁতে বকুল ডালপালা
ছড়াতো শাদা কতো যে প্রিয় ফুল
তোমার মনে পড়ে না? আমি তার
তলায় টলোমলো তো কুয়োতলা
মাধবীভারে মাতাল রাত যায়
রাতে কি কোনো মেয়েকে একা একা
অলৌকিক বাগানে দেখা যায়?
জানি না ব'লে দুচোখে চুপি চুপি
জলের ফোঁটা ভেজাতো ছেলেবেলা
তোমার আমার চিরবকুলতলে।

যাওয়া আসা

যেই ভাবি যাব সেই কোথা থেকে ছেয়ে যায় মেঘ
তুমুল হাওয়ায় পথে ধুলো ওড়ে ছেঁড়া পাতা ছাই
ব্যথিত বিষণ্ণ স্মৃতি পরতে পরতে খোলে সব
দুটি প্রান্ত মেলে ধ'রে জীবন দাঁড়ায় সামনে কিছুই বলে না
যেই ভাবি যাব অমনি অনুৎসব অন্ধ-অধিকার
বস্তুত কোথাও কিছু নেই তবু করুণামিনতিমাখা স্বর
চরাচর মুচড়ে যেন বেজে ওঠে ঃ যেওনা যেওনা—
ফিরে আসি

ডানা মুড়ে ঘাড় গুঁজে সারারাত খড়কুটোর ঘরে
সূর্যবন্দনার কণ্ঠ ভেঙে যায় ছানিঢাকা আলো
প্রচ্ছন্ন প্রভাত আনে অবসন্ন আকাশ-পরিধি
গায়ত্রীকে ঢেকে রাখে, যত বলি অপাবৃণু তত
তাতল সৈকত জুড়ে হেসে ওঠে সুতমিতরমণী সমাজ

এইভাবে ফিরে আসি বারবার ফিরে ফিরে আসি
আমার যাবার পথ রুদ্ধ ক'রে স্বর্ণকমলের জলগুলি
আমার যাবার পথ মুক্ত ক'রে মুছে নেয় বৈদুর্য আকাশ
সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্তী কালবিন্দু জ্বলে
ভ্রূমধ্যের খড়কুটোর বাসা

শরীর সর্বস্ব

শরীরর্স্বস্ব হয়ে এলে যদি শরীরের স্বাদে ভুলে যাও
প্রাক্তন প্রারব্ধ সব প্রথাসিদ্ধ আপ্তবাক্যগুলি
বলো কিছু মিথ্যে নয় বলো যতখানি ভাবো ভুল
ততখানি ভুল নয় একটি ফুলের ফুটে ওঠা
মজার চিতার পাশে হেসে ওঠো খল খল, কাঁপে
তারায় তারায় ত্রাস, শরীর নিয়েছো যদি তুলে
বুকে তাকে বুকে রাখো বরফ-চোখের বাইরে রাখো
তাকের সংহিতা থেকে ধূসর পুরাণ থেকে দূরে
নির্জন চুমোয় তীব্র শুষে নাও আমূল পাতাল
অসম্ভব আলিঙ্গনে চূর্ণ করো ওই কামখচিত আকাশ
শরীরর্স্বস্ব হয়ে এলে যদি এসো খাই দুজনেই বিষ
যার কোনো অর্থ নেই যার কোনো মানে নেই কোনো কিছু নেই

মাঝে মাঝে

মাঝে মাঝে যাই মাঝে মাঝে
আর ফিরে আসি
হঠকারীতায় হাট ক'রে খুলি
দরজা সব
হাল ভেঙে ফেলি পাল ছিঁড়ে
ঠিক মাঝ গাঙে
অনুনয়ে কাঁপে চরাচর
তবু দেখি না মুখ
বলি না আমার প্রতিটি পালক
বহ্নিমান
প্রতিটি পাঁজর পলিতে বালিতে
মাটি চাপা
স্মরণে আনি না কী কী কথা ছিল
কোন শপথ
কে কী নিয়ে গেছে দুপায়ে মাড়িয়ে
ভালোবাসা
মাঝে মাঝে তার ছিঁড়ে ফেলি এই
প্রথার জাল
যেখানে আমার নদীকে এখনো
ছুঁয়েনি কেউ
যেখানে রয়েছে অনাহত সেই
ঘরবাড়ি
পড়ে আছে প্রিয় প্রতিটি স্বপ্ন
ঘাসে ঘাসে
জেগে আছে দুটি আত্ম-সজল
ব্যাকুল চোখ
পৃথিবীর ধুলো বালিকে বাঁচিয়ে
নিরভিমান
চ'লে যেতে চাই ভেঙেচুরে আর
ফিরে আসি
মাঝে মাঝে শুধু মাঝে মাঝে
লিখি ঃ ঠিক আছে

যে লেখে

যে লেখে সে বোঝে না কিছুই
যে লেখে সে জানে না কিছুই

অথচ সে কারো খুব কাছে
ভীষণ গোপনে চ'লে যায়
স্পর্শ ক'রে ফেলে কাতরতা
স্পর্শাতীত দুঃখ অপমান
দেখে নেয় লুকোনো মন্দিরা

যে লেখে সে ভোলে না কিছুই
যে লেখে সে বলে না কিছুই

কেবল পিছনে ফেলে যায়
হৃদয়পদ্মের গন্ধটুকু
ধুলের বালির পথে পথে
মৌন তার তারায় তারায়
ভোরের শিশিরে ঘাসে ঘাসে

যে লেখে সে দেখে না কখনো
যে লেখে সে দেখে না কখনো

কখন শুকিয়ে গেছে তার
কলমের রক্ত-জল-কালি
একজন অশ্রু ঢেলে গেছে
কখনো দেখেনি যার মুখ

দেখাশোনা

আমাকে বলেনি কেউ তুমি এসেছিলে
এসে চলে গিয়েছিলে
আমি পথে পথে
তোমাকেই খুঁজে খুঁজে ফিরেছি দুপুরে
বিকেলের বনে বনে
এখন সন্ধ্যায়
ঘরে ফিরে একা লাগে
তোমার ঠিকানা
জানে না পথের তরু নদীর পারের বন মেঘ
জলের তলের মেয়ে
পাথরের দেশ

আমাকে বলেনি কেউ
তুমি কোনোদিন চিঠি লেখোনি আমাকে
কেন এসেছিলে খোঁজে?
ভালবাসা টাসা
ভীষণ পুরনো
আজ প্রগতিশীলতা
মত্ত নিধুবনে, আমরা ব্যাকডেটেড
শোনো
নদী আর বন আর মেঘ টেঘ
লেখোনা কখনো
ট্র্যাফিক থামিয়ে বলো, কলকাতা কলকাতা
তোমাকে কয়েকটা দিন নিয়ে যাবো
শুশুনিয়া ইউথ হস্টেলে
আমি সেই পুরনো প্রেমিক ...

আমাকে বলেনি কেউ, আমাদের দেখা আর

হবে না কখনো

সবার কাছে

পথের কাছে গিয়ে দেখেছি
পথিক আমার হওয়া হল না
ঘরের কাছে গিয়ে দেখেছি
গৃহী আমার হওয়া হল না
আমাকে সন্ন্যাস দিল না
ফিরিয়ে দিল সংঘগুলি
আত্মঘাতী আঘাত থেকে
আসক্তি দেয় আড়াল করে
পথের ধুলোও নিরভিমান
পদ্মপাতার জলের বিন্দু
আমার জন্যে সারাটা দিন
করুণ চোখে তাকিয়ে রইল
দুঃখ করল ছেলেবেলার
বৃদ্ধ অশথ প্রবৃদ্ধ গ্রাম
শীর্ণ শাদা দুঃখী নদী
পথের শহর গলির শহর
পুঁথির মতো প্রাচীন শহর
সুধেন্দুদার মতন কবি
আমার জন্যে ছড়িয়ে রইল
পৃথিবীময় মণি ও মুক্তো
আমার কিছু হওয়া হল না
জড়িয়ে রইল সারাটা রাত
আকাশ এসে বৃষ্টি এসে

যে দেবে

পাথর, তুমি শান্তি দেবে? এসো।
পাথর, তুমি শান্তি দেবে? যাই।

আমার জন্যে দুঃখ নিয়ে এলে?
তুমি? আমার বন্ধু? এসো এসো।

আমার জন্যে তোমার হাতে ওকি
আঘাত এবং অপমানের ডালা?

তুমি? আমার ছাত্র ছিলে, না?
আমি তোমায় কিছু শেখাই নি!

ও মেয়ে তুমি আমার কথা শোনো
আমাকে চিঠি লেখো না আর যেন

তরুণ কবি তুর্কী; আমার মত
অশ্রু টশ্রু কক্ষণো তার নেই

পাথর, তুমি পাথর হবে কেন?
শনি ও রাহু পাথর ভয় করে?

যে দেবে দাও শান্তি ঘরে এসো
যে দেবে দাও শান্তি আমি যাই।

যে যায় তাকে

যে যায় তাকে বলো না কক্ষণো
যে যায় তাকে বলো না কক্ষণো
কিচ্ছুটি। চুপ। নীরবতায় ঢাকো
সমস্ত পথ, ব্যথার জলে আঁকো
দু-একটি শেষ ভালবাসার ফুল।
দু-একটি নীল নষ্ট প্রিয় ভুল
থাকলে দিও চিতায়। যেথায় তাকে
কক্ষণো কেউ চোখের জলে ডাকে?

একলা পথের ব্যাকুল শাদা ধুলো
সন্ন্যাসী মেঘ বৃষ্টি ঝরা ফুল ও
স্তব্ধ হাওয়া তমাল শাখা নিচু
মন কেমনের এসব সকল কিছু
মুচড়ে দেবে আকাশ ও মৃত্তিকা
যে গেছে তার বিরহনীল শিখা
পোড়াবে সব। যে যায় তাকে তাই
দিও না আর অভিমানের ছাই।

ইচ্ছে অনিচ্ছে

খুব ইচ্ছে করে তোমার জন্যে বেরিয়ে পড়তে
তোমার নাম ক'রে গান গাইতে
তোমার কথা ভাবতে ভাবতে ভাসিয়ে দিতে
এইসব ক্লেদাক্ত দুপুর বিষণ্ণ বিকেল
খুব ইচ্ছে করে তোমার চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে
হারিয়ে ফেলতে নিজেকে—
কোনোদিন শুধু ইচ্ছে করে না তুমি আমার
বেদীতে এসে দাঁড়াও বলো আমায় পুজো কর
অনুপ্রবেশ করো আমার গোপনতম স্পর্শকাতরতায়।

ভুলের পাশে

যখন ভুলের পাশে ছায়া থাকে কারো তার মানে
অনুসন্ধানের জন্যে
তুমি তোলপাড় করলে সব!
ছায়া কার পিছু পিছু চিতার মতন সারাদিন?
কার ছায়া সারারাত চকিতে মিলিয়ে গেছে জানো?
এই পরিপ্রশ্ন তুমি নিজেকে করোনি!
এই ভুল
স্মৃতি-ভুক এ জীবন স্বপ্ন-ভুক এ জীবন
এত ক্রুদ্ধ তাড়িত করেছে
তুমি শিল্পে কতখানি স্থির হবে!
শিল্প কি আশ্রয় দেয় শিল্প কি কখনো
প্রেমিকার মত নয়? নীলাঞ্জন অগ্নিশিখা নয়?
বস্তুত সবাই মূর্খ
সব মেধা সমস্ত প্রতিভা
সামান্য নদীর জলে ভেসে যায়
তীরে ওঠে কলরব, আর
আমরা আর একটি ভুল বিশ্লেষণ করি সেই কষ্ট প্রতিভার

দেখিনি ব'লে

তোমাকে দেখিনি ব'লে আকাশের উপমা দিয়েছি
আকাশের মতো তুমি আমার উত্থিত বিষ গ্রহণ করেছ
দিগন্তে নেমেছ খুব চুপি চুপি চোখের আড়ালে
আমার পথের দুটি প্রান্ত হাতে তুলে নিতে রোজ
মুছে দিতে ক্ষয় ক্ষতি কলঙ্ক রেখার হিজিবিজি
শূন্যে ভ'রে দিতে এত করুণার নীল আমি দেখিনি কোথাও
দেখিনি কাউকে এসে আমার বুকের তলে তোমার মতন
সস্নেহে রচনা করতে মেঘ বৃষ্টি নক্ষত্রের মালা
প্রতিটি আঘাত এত ফুল হয়ে ফুটে উঠতে বুকের মাটিতে
তোমাকে পাইনি ব'লে পথের ধুলোর শুশ্রূষায়
কেটেছে দুপুরগুলি, কলঙ্কশীলিত সন্ধ্যাগুলি
বন্ধুর লোভার্ত হাতে ও কামখচিত তার নিপুণ আঙুলে

অনন্ত পিপাসাময় রাতে তুমি কতদিন হয়েছ আকাশ
কতকাল চেয়ে আছো নির্ণিমেষ নিরঞ্জন চোখে
আমার মুখের দিকে আমার উন্মুখ এ সত্তায়
তোমাকে দেখিনি ব'লে নীলিমায় শূন্যতায় ঢাকো
এই জন্ম এই জ্বালা এত জ্বর জটিল ঝুরির এ পিপাসা
তোমাকে দেখিনি ব'লে তোমাকে দেখিনি ব'লে তোমাকে এমন ...

আগুন

তুমি খেলে মাংস হাড় মজ্জা মেদ ঘিলু
তুমি খেলে নখ চুল হাতের আঙুল মায় মণি
আড়াই ঘণ্টায় খেলে সবচেয়ে প্রিয় বস্তু তার
সবচেয়ে প্রিয় তার অন্ধকার বেদনার বাসা
পথে ছেড়ে দিলে তাকে, কোন পথে তাকে ছেড়ে দিলে?

আমরা নিভিয়ে ফিরে এসেছি যে যার প্রিয় ঘরে।
আমি দেখছি তুমি জ্বলছো অনির্বাণ একা
একে একে যাব ব'লে, আবার ক্ষুধার্ত লেলিহান
সহস্র জিহ্বায় সব খাবে মাংস মজ্জা মেদ হাড়
একে একে যাব ঠিক তুমি স্থির জ্বলছো অনির্বাণ

শুধু মাংস হাড় খাবে? এই নামরূপ উপাধিকে
এই মস্ত উন্নাসিক স্বার্থমগ্ন মনকে খাবে না
এই জন্মজন্মান্তর স্মৃতিভুক সংস্কার খাবে না কখনো?
জড়ভুক অগ্নি, তুমি আমাদের চৈতন্য চেতনা
শুদ্ধ করো, অপাবৃত করো।

অনুতাপ

কেন যে এমন হয় কেন যে এমন হয় কেন যে এমন!
অনুতাপে দগ্ধ মন চুপি চুপি একা একা কাঁদে একা একা
সুন্দরের পদতলে। হায় প্রেম, কেন যে এ জন্ম এ জীবন
এরকমভাবে যায় ভেসে ভেসে! বৃথা লেখা বৃথা সব লেখা
হা সুন্দর! ভালবাসা, আমাকে দিলে না এক কণা
ঋণ শোধ ক'রে যেতে পৃথিবীতে ভালবেসে তার ধুলোবালি
আজ বড় কষ্ট হচ্ছে আজ বড় একা লাগছে আজ অন্যমনা
আজ শুধু অনুতাপ দগ্ধ করছে সত্তাকে যে করছে ফালিফালি।

অপেক্ষা

প্রতিদিন মঙ্গো করি যদি কোনোদিন
সত্যি আসো যদি কোনোদিন
সত্যি এসে ফিরে যাও যদি অনভ্যাসে
আনাড়ির মত কিছু না পারি তখন

শবরীর মত থাকি যদি কোনোদিন
তুমি আসো তুমি আসো কোনোদিন যদি

সূর্য ডোবে অস্ত যায় আমি দেখি রোজ
ওরা বলে ওর নাকি উদয়াস্ত নেই

আমার অপেক্ষা সব স্বজন ও বান্ধব হাসায়

আমি কি সত্যের মুখ দেখেছি কখনো!

অপেক্ষাই তুমি? আমি ভুল করি। তুমি সেই ভুল।

কেউ কেউ

কী লিখতে কী লিখব ভেবে
ছেড়ে দিই মুহূর্তগুলি
ভেসে যেতে দিই শব্দগুলি
তারই ভেতর
কেউ কেউ যায় না
ভালবাসার আঘাতের মতো
ফুল হয়ে ফুটে ওঠে
গান হয়ে বেজে ওঠে
কবিতা হয়ে যায়!

হাসি

তোমাকে বলি না মিথ্যে একমাত্র তোমাকে বলি না।
তাই তুমি আমার আশ্রয়।
আমি পথে পথে ঘুরে
মাঝে মাঝে কাছে এসে ব'সে থাকি কিছুই বলি না
তুমি শুশ্রূষার মতো আমার অন্নের মতো পথ্যের মতন
আমি সুস্থ হয়ে উঠি।
চঞ্চল কিশোরমন যেই
চোখের ইশারা করে আবার বেরিয়ে পড়ি ঘুরি
অরণ্যে টিলায় মেঘে হা ক্লান্ত উন্মাদ
শুধু এই
বিশ্বাস, তোমার কাছে চ'লে যাব।
চুপি চুপি বলব ঃ
সব মিছে—
সব মিথ্যে—তুমি হাসবে—জ্যোৎস্নার মতন
সে হাসি উপচিয়ে পড়বে তোমার চোখের জমি থেকে
অশ্রুর মতন আমি মিশে যাব
নির্বাক বালক

প্রত্যহ

প্রত্যহ অভ্যস্ত পাপ অনায়াসে ছেয়ে যায় মন
চৈতন্য অসাড়, শুধু নেমে যাই, কতদূর নেমে যাই তাও
আমাদের মনে নেই
মাঝে মাঝে বিদ্যুতের মতো
আচ্ছন্ন হৃদয় চিরে ঝলসে ওঠো
মাঝে মাঝে মন কেমন করে
সব ফেলে উঠে যেতে ইচ্ছে করে, স্পষ্টত কোথায় জানি না যে
কথামৃতের পাতা এলোমেলো ব্যাকুল হাওয়ায়

প্রত্যহ অভ্যস্ত দিনরাত্রি যায় বিফলে চলিয়ে
হলো না কিছুই
মূর্খ নির্বোধ বালক
বৃদ্ধ অশ্বত্থের তলে প্রেতায়িত অন্ধকারে একা
এখনো দাঁড়িয়ে থাকে
দূর মাঠে লণ্ঠনের আলো
দুলে উঠবে ব'লে? তুমি কাছে আসবে বাড়ি আসবে বলে?
হাসে জটিল শাখায় ব'সে মান্ধাতার পেঁচা!

কৌতুক

ভালবাসা এরকমই, গোপনে ভিতরে থাকে তার
স্বার্থছায়া, কোনোদিন চোখেই পড়ে না এরকম
দুর্বলতা অভিমান, তাই দুঃখ তাই ব্যথাময়
তাই কান্না পৃথিবীতে যমুনা ও তমাল পুরাণ

সুদূরতা ছাড়া কোনো ধূসর কাহিনী নেই আজও
প্রচ্ছন্ন চতুর পথ পরমায়ু প্রতিদিন খায়
দুর্বলতা ছাড়া কোনো পাপ নেই ভালবাসা ছাড়া
মানুষ বস্তুত মূর্খ পৌত্তলিক পুরাণের জলে

শুধু প্রতারণা, প্রিয় পৃথিবীর মিথ্যুক মৃত্তিকা
মায়াবী আকাশ দেখে মুগ্ধ ভীরু স্তব্ধবুক দিন

রাতের আঁধারে মেশে পথে পথে কাঁদে ধুলোবালি
ব্যর্থ প্রতীকের মতো অর্থহীন অস্তিত্বের মতো

ভালবাসা ব্রহ্ম নয় মিথ্যা-জগতের অগ্নিশিখা
চোখের জলের ফোটা শিল্পরস প্রচণ্ড কৌতুক

তবু

তুমি আমাকেও নেবে দুহাতে বুকের মধ্যে তুলে
নিজস্ব শিরার মতো একদিন যেকোনো মুহূর্তে জানি
তবু টলোমলো সাঁকো তবু স্তব্ধ অমলপ্রাসাদ
তীব্র অভিমানময় সহস্র জটিল গ্রন্থি মনে।
তবুও বলি না ঃ তুমি তুমি সব জানো তুমি সব
আমার অন্ধত্ব ভুল অপরাধ পাথর ও মেঘ বৃষ্টি ঝড়।

শিল্প

তোমাকে করেছি নষ্ট এই কষ্ট গুরুভার হয়ে
বুকে চেপে ব'সে আছে আমি ঋষি বাৎসায়ন নই
বলিনি শৃঙ্খলিত বিশ্বে শুধু ভেঙেচুরে দেখতে গেছি
নিজেকে সেইসঙ্গে মূর্তিমতী প্রেম তোমাকেও আর
বিশ্বাস করি না আছে পৃথিবীতে প্রেমের অধিক
কোনো কিছু, দুশ্চিকিৎস যন্ত্রণার চেয়ে কোনো ব্যাধি
পুরনো নিয়মে একই কেবলই ফুরিয়ে যাওয়া ছাড়া
অন্য কোনো গল্প নেই কাহিনী বিহীন তেপান্তর

তোমাকে ছিঁড়েছি নিজে টুকরো ক'রে শুধু এতদিন
আজ বাইরে বেলা পড়ে এল আর ত্রাণ কোথায় আর
যাবার আসার পথ দুলছে না সেতুর মতো কোনো
জলকালি ঢেকেছে সন্ধ্যা মফস্বল পেঁচায় ঝুরিতে
রক্তলিপ্ত স্মৃতিভুক প্রতিক্রিয়াশীল পলাতক
যৌবনের দীর্ঘ ছায়া কাঁটালতায় জড়িয়ে গিয়েছে
সব সংস্কার দুলছে আত্মউর্ণনাভে মায়াজালে
জন্ম নেই মৃত্যু নেই জন্মের মৃত্যুর মাঝে ভালবাসা ছাড়া

রেবা

সেই ভোরবেলা থেকে কষ্ট পাচ্ছ খুব
সমস্ত আকাশ মুচড়ে নেমেছে আষাঢ়
আমরা চুপ ক'রে শুধু তাকিয়ে রয়েছি
আমরা কয়েকটি প্রাণী স্তব্ধবাক ঘরে
সান্ত্বনার ভাষাগুলি খসে খসে পড়ে
জলে জলময় সব ভেসে ভেসে যায়

তোমার বেদনা বোঝা সাধ্যের অতীত
সত্তার যে অংশ তুমি, তুমি শুধু তার
স্নেহার্ত সংরাগ তাই ভেঙে ভেঙে পড়ো
সেই ভোরবেলা থেকে নদীর কিনারে
বিষণ্ণ পাড়ের মতো ধীরে ধীরে ধীরে

মৃতের সঙ্গে

তবে কি মৃতের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক শেষ হয়
তাই পথে কাঁটা তাই আগুন ও লোহা ছুঁয়ে ফেরা
শ্মশান কলস ভেঙে চ'লে আসা অন্ধকুঠুরিতে?
মৃত কি শরীর নয়? আত্মীয়তা কার সঙ্গে বলো?
আত্মীয়ের অর্থ ভুলে পথে কাঁটা দরজায় আগুন
অচেনা ভয়ের গল্প মানুষের প্রেতায়িত রাত
'আশ্চর্য' কি চিরকাল নদীর পাড়ের মতো চুপ!
মৃতদের মুখ দেখব কাছে বসব কথা বলব একা
যদি চুপি চুপি ডাকে মানুষের পৃথিবী ছাড়িয়ে
চ'লে যাব সঙ্গে সঙ্গে, আমার যে কিছু কথা ছিল
প্রতিটি মৃতের সঙ্গে কিছু কথা পৃথিবীর কথা
জানানো, তোমরা আর আমাদের কেউ নও আর
কোনো আত্মীয়তা নেই, এখানে হৃদয় নিয়ে কখনো এসো না

এই ব্যথা

এই ব্যথা ঘুমিয়ে থাকুক
আনন্দের শিরার ভিতরে
অব্রণ অম্লায়ু এই ব্যথা
জেগে থাক সংসারের তীরে

এই কষ্ট জলের আঙুল
বাজায় বাজাক সারারাত
শ্রাবণের বুকের আগুন
ভেজাক আতুর দুটি হাত

এই কষ্ট ব্যথার কাহিনী
সে মেয়ের পায়ে রিনি রিনি
নূপুর বাজায়ঃ চলো চলো—
সমূহ সংসার বলে, হলো!

ছায়াপথ

যতখানি ভালো তুমি তার চেয়ে তোমার কবিতা
আমার যে ভালো লাগে!
এতে কি খারাপ হলো কিছু?
তাহলে আমাকে লেখো তাহলে আমাকে শুধু লেখো
আমি পড়ে পড়ে পড়ে পড়ে শোনাবো হাওয়াকে
বৃষ্টিকে বন্ধুকে লেখো
পুড়ে পুড়ে পুড়ে পুড়ে আমি
সারারাত ছাই হবো অন্ধকার ছায়াপথ হবো।

পোশাক

পোশাক ক্রমে জীর্ণ হয় শরীর ঢাকা দায়
তাহলে ছেড়ে পালাতে হবে বনে?
সেখানে তবে নগ্ন সব? মগ্ন সব ধ্যানে?
পোশাক ছেঁড়ে ঝলসে ওঠে সুন্দরের তনু।
এখানে তবে মুখোশ চাই পোশাক চাই শুধু।
কিনেছি সাজ পোশাক ঢের মনে করার আজ
কপর্দকশূন্য হাত সুন্দরের দেশে
পশমহীন কাপাসহীন পালাই সম্মানে
যে গেছ আগে দেখাও পথ আমার হাত ধরো
নগ্ন হই সত্য হই সুন্দরের দেশে
মুখোশময় পোশাকময় এখানে আসব না।

নাম

আমার দিনের নাম প্রেম
আমার রাতের নাম প্রেম
আমার বুকের ব্যথা প্রেম
আমার চোখের জল প্রেম
আমার স্বপ্নের নাম আর
ব্যর্থতার নাম শুধু প্রেম
আমার সত্তার নাম তার।

এইভাবেই

এইভাবেই আমার হাত থেকে পড়ে যায় সব
কাচের শিরা উপশিরা চৌচির হয়ে পড়ে
মেঘে মেঘে রক্তে লাল হয়ে ওঠে সুদূরতা
এক একটি মুহূর্ত স্তব্ধ হতে হতে গ্রাস ক'রে নেয় আকাশ
এইভাবেই দুলতে দুলতে যখন স্থির হয়
আগুনের সাঁকো জলের সিঁড়ি দম্ভের মন্দির
ভোগসর্বস্ব দেবতার তাকুটি তাকুটি থেমে যায়

ভালবাসার হাত ধরে আমি শৈশবের নদীর কাছে
কৈশোরের নদীর কাছে যৌবনের নদীর কাছে
চ'লে যাই।
আমার নদীর নাম রেবা
আকাশ ও মৃত্তিকালগ্ন এই নদী।
তার নাম আমার মন্ত্র।
তার রূপ আমার ধর্ম।
তার নীরবতা আমার ধর্মাধিক প্রেম।
ক্রমাগত এইভাবেই আমার পালিয়ে যাওয়া আমার
ব্যর্থতার সন্ন্যাস।

আজ রাতে

আজও কিছু না লিখেই ঘুমিয়ে পড়ব
বাইরে আষাঢ় শেষ বর্ষণে প্রমত্ত
কোলাহলের ক্লান্তিতে অবসন্ন আজ
কিছু লিখতে ইচ্ছে করছে না
আজ খুব স্বপ্ন দেখতে ইচ্ছে করছে
হাল্কা ঘুম ঘুম চৈতন্যে
দেখতে ইচ্ছে করছে
আমার বন্ধু তোমাকে ভালবাসছে
আমার বন্ধু তোমাকে ভালবাসছে
আমার বন্ধু তোমাকে
আজ খুব
বাইরে চরাচর ডুবিয়ে দিতে চাইছে
শেষ আষাঢ় আষাঢ়ের অঝোর বর্ষণ

অনেকদিন

অনেকদিন দেখিনি তাকে।
বৃষ্টি পড়ে আজ
অনেকদিন বলিনি কথা।
বাতাস উন্মাদ
অনেকদিন ছুঁইনি গিয়ে।
ফুলের গন্ধ
অনেকদিন বাসিনি ভালো।
আকাশ মোচড়ায়
অনেকদিন অনেকদিন অনেকদিন রাত
ভাঙেনি জল হৃদয়তল বুকের এ প্রপাত

একদিন

আমাকেও একদিন বলতে হবে আর আসব না
আর তার জন্যে এত কাণ্ড
ছায়ার পিছনে ছায়া
শব্দের পিছনে শব্দ
কোলাহলের পর কোলাহল
বহুকালের পরিত্যক্ত বাড়ির অঙ্কুরোদ্‌গম
হারিয়ে যাওয়া পথের শাদা শীর্ণ কঙ্কাল
পুড়ে পুড়ে ভস্ম স্বপ্নের ফুল
ঘাড় ধরে বিদেয় ক'রে দেওয়া বেদনার
করুণ মুখচ্ছবি
আমাকেও একদিন বলতে হবে আর আসব না
তাই মধুবাতা ঋতায়তে ....
মধুমৎ পার্থিবং রজঃ
আমাকেও একদিন

খাজুরাহো

পাথরের পিঠে বিন্দু বিন্দু ঘাম গড়িয়ে পড়ছে
পাথরের কোমরে উন্মুখ সমুদ্র পিপাসার তরঙ্গ
পাথরের বাহুতে সহস্র আঙুলের তীব্রতা
জানুতে ভর ক'রে দুটি বেগবান জঙ্ঘার উত্থান
প্রবাহতরল যৌবনের আনন্দ-যন্ত্রণার অন্বয়
তরঙ্গের পর তরঙ্গ লুটোপুটি খেতে খেতে
পাথরের কোমরে তুলে দিচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘা
পাথরের পিঠে অনুপ্রবিষ্ট করছে শ্রোকোত্তরা আঙুল
নিষ্করুণ কারুকার্যে কারুকার্যে বিস্ময়ের পর বিস্ময়

আমার লোভাতুর চোখ আমার পিপাসার্ত সত্তা
আমার বিহ্বল অমৃত অনুভব-উত্তীর্ণ ধ্যান
প্রাকৃত-অপ্রাকৃতের সীমারেখা ভেঙে স্তব্ধ
গ্রহণ বর্জনের অসামঞ্জস্য ভেঙে পরিকীর্ণ
সীমাহীন দেশকাল ডিঙিয়ে বিশ্বাসে শিরোধার্য
স্বরচিত সংস্কার চূর্ণ ক'রে আনন্দমন্ত্রে বিদীর্ণ

শুধু পাথরের শরীরে বিন্দু বিন্দু মধু-ক্ষরিত সিন্ধু
তরঙ্গশীর্ষে উৎকৃত স্তনিত স্বননে সজল সৈকত
আর পাথর আর পাথর আর পাথরের বিন্দু বিন্দু সুধা

যেহেতু

যেহেতু তাকে আর পাব না কোনোদিন
আমি হেঁটে হেঁটে অতদূর যাব না
এখন সমস্ত অন্ধকার এবং আলো
সে কেড়ে নিয়েছে ব'লে
আমি ধ্যানমগ্ন
ঘাসের পাতায় তার নূপুর
জলের হাতে তার কাঁকন
হাওয়ার সুরভিতে তার নিঃশ্বাস
তাকে তবু লুকিয়ে রেখেছে আকাশের নীল
তাকে আর পাব না জেনেই
আমি এই পাথরে এত স্থির হয়ে বসেছি
ধান খেত থেকে উড়ে এসে
একটি ফড়িং
কিছু না বলে চ'লে যায়
কারো সঙ্গে কারোরই কোনোদিন দেখা হবে না আর

সে

কবিকে সে উপেক্ষায় ঢেকে
রেখে গেছে কবে সুদূরতা
ওই পথে পথের বিকেলে
কলেজ ছুটির ছুটি নেই
অনিঃশেষ সেই একা পথ
সেগুনের শাদা শাদা ফুল
স্মৃতি আর ভুল আর ভুল
আজ তাকে লোকে বলে কবি
সে কখনো কিছুই পড়ে না
সারাৎসার হয়ে মিশে থাকে
উপেক্ষায় অপেক্ষায় রাখে

তোমার মুখ

প্রতিদিন নতুন নতুন পথের ধুলো বালির সঙ্গে
পরিচয় হচ্ছে। তারা প্রত্যেকে কতো আলাদা রকমের
প্রত্যেকের মুখের আদল ব্যবহার ইচ্ছে অনিচ্ছে আলাদা
প্রতিটি আনন্দের আলাদা আলাদা স্বাদ
প্রতিটি দুঃখের ভিন্ন ভিন্ন ব্যঞ্জনা প্রতিটি ভুলের
কী পৃথক পৃথক আকর্ষণ প্রত্যেকটি পাতার ঝ'রে পড়াও
কী আশ্চর্য রকমের স্বতন্ত্র।
শুধু এইসব মৃত্তিকালগ্ন এই
বৈচিত্রমুখরতাকে ঢাকা দিয়ে রেখেছে যে নীল
সেই অনন্ত আকাশের সেই অসীম শূন্যতার কোথাও

পার্থক্য নেই কোনোখানে
তার কোনো অবসান নেই
তার কোনো অপূর্ণতা নহৈ
অনর্থক আলিঙ্গনে অনুভবের মৌনতায় অনিমেষ
তার চেয়ে থাকা

প্রেমের এই পুঞ্জীভূত নীল আবরণই তোমার উত্তরীয়
আমার দুঃখের ঝড়ে সুখের বর্ষণে একদিন যেই উড়ে যাবে
আমি মুখ দেখব তোমার!

শ্রমণ জানে না

সত্য এরকমই নীল আমি তাকে ছুঁয়েছি জীবনে
তাই করতলে শূন্য তাই অর্থহীন ভালবাসা
এত দীর্ঘ ছায়াপথ এত মেঘ এত বৃষ্টি হাওয়া
ফুরোয় না গল্পের দিনযামিনী এ সংসারে সৈকতে
শেষ হয় না সংলাপের অন্ধকার মৃত্যুমুখী মালা

সত্য এরকমই শূন্য আমি তাকে পেয়েছি নিঃশেষে
তাই কান্না কারুকার্যে ভ'রে সব সমস্ত তামাশা
যবনিকাপাত হয় দৃশ্যে দৃশ্যান্তরে, যাওয়া আসা
অপরিণামের অন্ধ পথে পথে, ধুলোর তর্জনী
সুদূর প্রান্তের দিকে যেতে বলে হৃদয়ের দিকে

সমস্ত স্বপ্নের এই সারাৎসার সমস্ত কথার
অমর্ত্য অমরাবতী এই নীল এই শূন্য জানে না শ্রমণ
জানে না ভিক্ষুর হিয়া ভালবাসা কাঁদে যমুনায়
কালের চঞ্চল হাওয়া কাঁদে অন্ধ তমালের ডালে।

আবার

এই সকালের ছিন্ন মুহূর্তগুলিকে তুলে রাখি
বিরহকাতর-ক্লিষ্ট হৃদয়ের জন্যে তোমাদের
যদি কেউ পড়ে প'ড়ে আবার ফিরিয়ে আনতে পারে!

ব'লে যাব

তোমাদের ব'লে যাব কতখানি অন্ধকার ছিল
তার দুচোখের কোলে মৃত্যু কত কাছাকাছি ছিল
ফুসফুসের তলে তার সামান্য গল্পের ক'টি রেখা
কত ভাঙাচোরা ছিল বিনিদ্রবেদন রাত্রিবেলা
বিন্দু বিন্দু জোনাকির জ্বলা নেভা হৃদয়ের জলে
কতখানি দুঃখ ছিল জীর্ণ ক'টি পাঁজর আড়ালে
তোমাকে জানিয়ে যাব হে পৃথিবী, তুমি তার হাড়
তার ভস্ম বুকে রেখে সে নদীর বালির চিতাতে
এখনো রয়েছ জেগে; আমি শুধু ঘুমে যেন কাদা
শৈশবের মতো ঠিক যে তার বিপুল বুকে তুলে
আমাকে ছন্দের দেশে নিয়ে যেত ছায়াপথ থেকে
পিতার কি মৃত্যু হয়? আমার সত্তায় মিশে আছে
আমার পিতার সত্তা তার দুঃখ তার ছায়া সব
তাই এত অনুভব তাই চোখ ভ'রে এত জল তাই একা
আমাকেও যেতে হয় সুদূর নদীর পারে গ্রামে
বাড়িতে অনেক রাতে হাতে নিয়ে লণ্ঠনের আলো
প্রবৃদ্ধ অশ্বত্থ তলে অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আবার
আমারই সন্তান! যায় দিন রাত্রি পলকে পলকে
আমিও উপুড় হয়ে শোবো ব'লে কাঠের শয্যায়
ঠিক তার মতো সেই তিনবার মন্ত্র-প্রদক্ষিণে
জ্ব'লে উঠব হু হু ক'রে নিভে যাব ভস্মে আর হাড়ে
যদি শোনো ব'লে যাব তোমাদের আঘাতে আঘাতে
আমাদের ভালবাসা নীলে নীলে ঢেকেছে আকাশ
বস্তুত এ বর্ণ ছিল আমাদের নিরঞ্জন জলে
আমার ও পিতার চোখে অশ্রুর গভীরে
আমার ও পিতার চোখে জীবনের তীরে
আমার ও পিতার স্বপ্নে তারার তিমিরে
আমাদের ভালবাসা—আমাদের প্রেম
প্রতিটি ধুলোর তলে রয়ে গেল ব'লে যাই তোকে।

কেউ জানে না

কেউ জানে না কেন কবিতায় ফিরে ফিরে আসে নদী
তার বালির চিতায় স্থির সাতই চৈত্রের রাত্রি
প্রবুদ্ধ অশ্বত্থের তলে দাঁড়িয়ে থাকা নির্বাক বালক
তার অন্ধকার ডালপালায় হাজার জোনাকির ঝাঁক
কেউ জানে না কেন আমার এত ভালো লাগে সেই দীঘি
তার পাড়ের নীচে আদিগন্ত সবুজ ধানখেত
আঁকাবাঁকা আলপথ চিরে সরু শাদা হাড়ের মতো পথ
মাটির গন্ধে জলের গন্ধে শ্যাওলা দামের গন্ধে
ভারি বাতাস আর একলা বিকেল আর রেবার চিঠি
কেউ জানে না কেন গদ্য লিখতে আমার এত অনীহা
ইশতাহার ছড়াতে আমার এত নিস্পৃহতা
আন্দোলনের প্রতি সন্দেহ সংঘের প্রতি
আনুগত্যহীনতা আর
ভেতরে ভেতরে ভেতরে ভেতরে
ধ্বংসের প্রস্তুতি বিনাশের স্তুতি অবসানের আরম্ভ
সম্যক নাশের প্রতি মোহান্ধ এই কবিজন্ম!

হিতোপদেশ

এখন শনি ও রাহু প্রবল ধারণ করো নীলা
গোমেদ বা এমেথিস্ট শিসের টুকরোও
শত্রু বশীভূত হবে বন্ধুরাও বিপথে টানবে না
হৃত বস্তু উদ্ধারের আশা আছে গৃহশান্তি আছে
মোটামুটি নির্বিঘ্নেই ঘটে যাবে মেয়ের বিবাহ
পুত্র পড়াশোনা করবে ভালো হবে স্ত্রী
অসুখ বিসুখ পীড়া কবচ ধারণ করলে আরো
দ্রুত ফল পাওয়া যাবে কর্কটে জাতক বলবান
সুকবি হবার পথে বাধা দিচ্ছে কুম্ভে মীনে বৃশ্চিকে এখন
অনিবার্য ভয় আসছে শঙ্কায় পীড়িত হচ্ছে মন
ব্যর্থতার স্মৃতিগুলি ভালো লাগছে অবসাদ ঘিরে
তোমার পথের ধারে সারি সারি সমূহ বিনাশ
তোমার অতীত শুধু বর্তমান ও তাতে মিশে যায়

অসম্মান হাতে তুলে দিয়ে যায় অশুভ গ্রহেরা
ভবিতব্য ভয়ঙ্কর—
হাসি পায় ধর্মহীন বর্মহীন আমি
বুকে দীর্ঘ দীক্ষাভার ব্যাধি-ঘোরে চলেছি উন্মাদ
নিয়তিনির্দিষ্ট লক্ষ্যে অন্ধকার মালভূমির দেশ
গাঢ় নির্যাতন ভুলে শ্রাবণে বৃষ্টির সঙ্গে সেগুনের ফুল
ঝরায় প্রান্তরে পথে ভেসে যেতে যেতে বলে চলো
চলো চলো মৃত কঙ্কালের মতো নদীগুলি বলে
এসো এসো হাসিগুলি মহুয়াবনের টলোমলো
অসম্ভব কিনারের দিকে ঝুঁকে যেতে যেতে ডাকে
নীলা কি কাঁদায় তাকে বজ্রসুখে যে ছিঁড়েছে শিরা
ঝাঁপিয়ে পড়েছে তীব্র বিশ্বাসপ্রবণ অনিয়মে
শিকড়ের নীচে নীল প্রিয় তার শূন্য সংহিতায়?

স্যার

যুধিষ্ঠিরের রথের মতো অধ্যাপক-জীবন
স্কুল মাস্টারের দিকে নিচু হয়ে ঝুঁকে
কতক্ষণ থাকবে? পাঁচমুড়া থেকে
শালডিহা পীড়লগাড়ী থেকে বড়জোড়া
এইসব রথচক্র ঘর্ঘর করে চলেছে

আপনি খ্রীষ্টান কলেজ? ওঃ
ঝাঁটিপাহাড়ি স্কুল!
যুধিষ্ঠিরের রথ
কান ঘেঁষে পাঁজর ছুঁয়ে চ'লে যায়
'উনি কবি—' কথাটি চাকায়
পিষ্ট হয়ে চূর্ণ হয়ে শাদা ধুলোয়
হাসতে থাকে
স্কুল মাস্টার স্কুল মাস্টার
হাততালি দিয়ে হেসে ওঠে ফিচেল ফিঙে
টেলিগ্রাফের তারে ঘুঘু
তীব্র আনুগত্যে বেজে ওঠে এক বেকার ঃ
স্যার! ভালো আছেন?

কিছু কিছু

তুমি কতো কি জানো ঠাকুর
অনর্গল বলো কতো কথা
কতো হিতোপদেশ ছড়াও
কৃপা করো যাকে তাকে পারো
উন্মাদ বানাও যাকে খুশী
'যে এখানে আসবে তার হবে'
এত বড় প্রতিশ্রুতি দাও—

তুমি এত জানো তবু আজও
জানো না একজন ভেসে যায়
বিশ্বাসপ্রবণ স্রোতে তার
সর্বস্ব গিয়েছে নিয়ে নাম
জানো না সে হাড়ের প্রণাম
পাহাড় করেছে পায়ে কার
ব্যর্থতার শুধু ব্যর্থতার
ঢের জানো তবু কিছু কিছু
জানো না ঠাকুর পৃথিবীর।

কিছু ভুল

কিছু ভুল অকূল পাথারে
হেসে হেসে ভেসে ভেসে যায়
কিছু ভুল নদীর ওপারে
ফুল হয় নিবিড় মায়ায়

আমি যাই নিচু হয়ে কাছে
খুশী হয়ে ডাকে সকলেই
কোনো মাতব্বর দেখে পাছে
লুকোই আড়াল পাই যেই

ফুলেদের ভুলেদের আর
রেবাকে গোপনে বলি শোনো
শিখে নাও গূঢ় ব্যবহার
লজ্জা নেই এইখানে কোনো

কিছু ভুল লতাপাতা হয়ে
জড়ায় সর্বাঙ্গ আমাদের
কিছু ভুল করজোড়ে ভয়ে
ঝাউয়ের পাতায় পাই টের

আমরা দুজনে যাই একা
স্মৃতিলিপ্ত পদতলে জলে
গলে ভুল, দুটি একটি রেখা
সুগন্ধের মতো কিছু বলে

আমাকে ও আমার রেবাকে
কিছু ভুল সানুনয় ডাকে।

তবু

তবু ভালবাসবো।
ভালবাসা ছাড়া আমার অস্তিত্ব অর্থহীন।
স্বভাবে থাকতেই আমার আনন্দ।
এই আমার ধর্ম।
তাই এই নিধনকে শ্রেয় করেছি।
ভালবাসতে পারাই আমার ব্রহ্ম।
তুমি আমাকে কোনোমতেই
বলতে পারবে না—
তোমাকে ঘৃণা করেছিলাম।

কষ্ট

খুব সুখে না থাকলেও দুঃখ নেই কিছু
তবু কষ্ট নষ্ট ক'রে অবেলার আলো
আনন্দপিণ্ডের ভার বুকে ঢাকা, মুখে
তার কোনো চিহ্ন নেই, শুধু কষ্ট বাড়ে
শুক্লাপ্রতিপদ থেকে পূর্ণিমা অবধি।

দেশ

দেশে বড়ো কোলাহল আজ
দেশে আজ বাড়ি নেই আমার
দেশে যাবো, যাবো না কি? ভাবি।
দেশে নেই দেশের স্বভাবই
লুটেপুটে খায় পাতাগুলি
দেশেরই ধূর্ত ক'টি মাথা।

বিস্ময়

তবু দেখ বেঁচে আছি! এ বিস্ময়ও পারে না ফেরাতে?
তোমার কোথাও কোনো দোষ নেই। সংস্কার মানো.
ধর্ম মানো? দেখ এত ভালবাসি তবু এ আগুন
ভস্ম ছাড়া মুঠো মুঠো ভস্ম ছাড়া কিছুই ছিল না।

লোকে বলবে

লোকে বলবে ভালো লিখছে
অমুক কাগজে লিখছে রোজ
লোকে বলবে বড় কবি
সভাপতির জন্যে হবে খোঁজ
লোকে বলবে ফ্ল্যাট কিনেছে
পদ্য লিখে গাড়ীও কিনেছে
নির্ঘাত দু-একটা পুরস্কার
জুটে যাবে ইতিমধ্যে তার
ঠাণ্ডাঘরে রক্তচোখ ক'রে
তরুণ কবির ভাগ্যবিধাতা এখন
বসে থাকো বড় কবি হয়ে একমন।
লোকে বলবে খুব লিখছে
অমুক কাগজে করছে কাজ
চতুর সময় হাসবে জোরে
যখন বাতিল করবে পাঠক সমাজ
সেসব পুরনো গল্প ঃ তুমি বড় কবি
তোমাকে বুঝি না শুধু দেখি বিজ্ঞাপন
সবাই পাঠকও নয় কেউ কেউ তাই
ঠাণ্ডাঘরে কবি টবি বানাচ্ছো এমন।

তোমার কথা

তোমার কথা শুনতে শুনতে কাঁপে
আমার সারা আকাশ জুড়ে তারা
আমার সারা পথের ধুলোর তাপে
বৃষ্টি আসে ঝেঁপে পাগলপারা

তোমার কথা শুনতে শুনতে জলে
ভাসে আমার ব্যাকুল চরাচর
পাথর গলে বুকের পাথর গলে
চিত্ত কাঁপে অসহ্য থরথর

তোমার কথা তোমার কথা শুধু
আমার বিনাশ করে কেবল ডাকে
দিগন্তে নীল আকাশ করে ধুধু
সুগন্ধে এই হৃদয় ভ'রে থাকে

তোমার কথা বলতে বলতে ফোটে
প্রতিটি দল আনন্দে উন্মুখ
কী লকলকে পদ্মে এসে লোটে
শরীর ছিঁড়ে আত্মা ছিঁড়ে সুখ

তোমার কথা শুধু তোমার কথা
ঢাকুক আমার নিবিড় নীরবতা।

সত্তা

তোমার ঘরের কোনো চিহ্ন নেই তোমার স্মৃতির
বর্ণহীনতায় হাওয়া ঢেকে দেয় বালির চাদর
দুহাতে ধানের ক্ষেত মুছে দেয় আঙুলের দাগ
কিছুই রাখেনি আর গন্ধেশ্বরী নদী

শুধু এ সত্তায় আছ ওতপ্রোত আমি যে তোমার।

হাত ধরো

টাল সামলে এই সাঁকো পেরোতে পারছি না
তুমি ধরো হাত
আমি অন্ধকার এ অভিশম্পাত
ছাড়িয়ে পারছি না যেতে
কষ্ট হচ্ছে খুব
মনের জটিল জলে ঘূর্ণীপাকে
ত্রস্ত এ শরীর
অনন্ত জন্মের ক্রমে পরম্পরা
আমি যে জাতক
দেখেছি এবার সব ছাড়তে হবে
আসক্তির শিকড়ে শিকড়ে
জন্মস্বেদ পিপাসাকাতর
আমাকে করো না মুগ্ধ
তুমি ধরো হাত
তুমি ধরো হাত
আমি নিশ্চিন্ত নির্ভর হই
পেরোই অক্লেশে
এই নদী এই বন শ্বাপদসঙ্কুল বীভৎসতা

যাত্রিক

অনতিবিশ্বাসে যদি ফিরে যাই
কথা বলতে পার?
স্পর্শ করতে?
যদি
অভিমান লেগে থাকে
অপমান লেগে থাকে
কলঙ্কখচিত সেই রাত?
মিথ্যে এত কষ্টকর
মিথ্যে এত আনন্দমুখর!

সন্তান সন্ততি

প্রার্থনার অমোঘ শক্তিতে
ক্রমশ বিশ্বাস ভেঙে যায়।

ধর্ম কি ধারণ করে আছে?
এখনো এ উন্মাদ আমাকে?

সবাই ঘুমোলো গাঢ় নীলে
কেন অশ্রু খসে পড়ে ছিলে?

সর্বস্ব খোয়ানো সত্তা শুধু
সন্তানের জন্যে ভেসে যায়

ঈশ্বরী পাটনী, শোনো শোনো,
আমার ছেলের কথা মাকে
বলবে না কখনো?

আমি কাকে ব্রহ্ম জেনে ধর্মাধর্ম ছেড়ে
ধুলোয় বালিতে তীব্র সৌরলোকে
অনন্তবিস্তৃত হবো?
কবে
এ জন্মের পথে পথে ছড়াবো, করুণা
দু'হাতে তোমাকে?

মুখ চেয়ে

তোমার মুখ চেয়ে ব'সে রইলাম
সারাটা দিন
এখন বিকেল
বিকেল যে কখন সন্ধে হয়ে যাবে
কিচ্ছু ঠিক নেই
আর সন্ধেকে আমার এখন বড্ড ভয়
এখন অনেককিছুকে আমার ভয়
এমনকি একটা ছোট্ট চড়ুইকেও
ও কী যেন বলতে চায়
বুঝতে পারি না
সবাই কিছু না কিছু বলতে চায় যেন
শুধু তুমি সারাজীবন
নীরব রইলে
আর
সেই নৈঃশব্দের দিকে তাকিয়ে
ভেসে গেল
আমার ব্যর্থ অশ্রু

ফিরে এসো

আবার ফিরে এসো বকুলতলা
আবার ফিরে এসো কিশোরদিন
নদীর শাদাবালি, লিখেছি নাম
এখনো আছে? এসো কিশোরী তুমি
আমাকে একা ক'রে হারিয়ে যেতে
পাবার আশা নয় দেখার শুধু
আশায় ছুটে আসা ব্যাকুল দিন
একলা কোজাগর ধানের খেত
জোনাকি-জরো জরো অশথ
আবার ফিরে এসো চিঠির রাত
কেবল হেঁটে হেঁটে হেঁটে কেবল
ফুরোনো পথ সেই পুরনো পথ
আবার ফিরে এসো অনিঃশেষ
আবার ফিরে এসো অনিঃশেষ।

মূর্খ

ভেজা মাটিতে বালিতে পাথরেও নির্বিকার
এইভাবে ফেলে চ'লে যাওয়া এইভাবে ফেলে!
কিছু বুঝি না কিচ্ছু বুঝি না কিচ্ছু বুঝি না
মূর্খ বালক, তুমি কেন এলে এই পথে কেন এলে।

মৃত্যু

প্রতি মুহূর্তে তুমি আয় আয় করছো
আমি ভয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছি
তোমাকে কেন যে ভয় করে আমার!
আমি তো জানি বাসাংসি জীর্ণানি
আমি তো জানি নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি
তবু কেন যে এত ভয়
আমার মুঠোয় কিছু নেই কিছু নেই
কেড়ে নিয়েছে পথ
ঘুম ভেঙে গেছে বহুদিন
দুচোখে কোনো স্বপ্ন নেই
তবু প্রতি মুহূর্তে
ঘাসে ঘাসে পাতায় পাতায়
আয় আয় করছো তুমি
ভয় দেখাচ্ছ অনবরত

দিনের পর দিন

দিনের পর দিন যায়
মাসের পর মাস
কবিতার খাতার পাতা
শাদা থাকে শূন্য থাকে

অনন্ত বিস্তারিত আকাশ
ছোট্ট ঘাসফুল
হৃদয়ের মোচড়ানো আকুলতা
কিছুই বাজায় না

দিনের পর দিন
এক অমানুষিক কষ্টের ভেতর
বেঁচে থাকতে থাকতে
দুলে ওঠে
তোমার সাঁকো

এত কালো জল
আমি কখনো দেখিনি।

ভয়

অসমাপ্ত থাকে কবিতা
ইঁট কাঠের বাড়ি
কাঁচের সংসার
ভালবাসার গল্প
সব কিছুই যেন
কথা ছিল না তবু শেষ হয়ে যায়
মুড়িয়ে যায় প্রবাদের নটে

আমার কষ্ট হয়
আমার কষ্ট হয়

মেঘ ডাকে জল পড়ে
বিদ্যুৎ চমকায়

আমার ভয় করে

সুখ অসুখ

একা - একা - লাগা অসুখের
ছোঁয়াচে থাবার হাত থেকে
মুক্তি নেই; কারো মুক্তি নেই?

কেন তা'বলে শরীরে শরীর
মনের অতলস্পর্শ জল
আর একটি মনকে ডোবায়?

আসলে দুজনে যদি একা
হয়, তাকে সুখ বলো সুখ।

তোমার মুক্তি

অন্তত কিছু কবিতা লিখিয়ে নেবার জন্যেও
যদি আমাকে ভালবাসতে এখন!
আমি আর তোমার কথা ভাবি না মনে পড়তেই
লিখে রাখতে হল উপরিউক্ত সত্যটুকু।
একদিন মুখোমুখি হলেও বুঝতে পারবে না
কোনোদিন দেখা না হলেও বুঝতে পারবে না
তুমি কিচ্ছু বুঝতে পারবে না তুমি কিছু তুমি—
বার বার ফিরে আসবে বার বার শুধু
আমার ভালবাসা বুঝে নিয়ে মুক্তি পেতে।

৩রা অঘ্রাণ ১৪০১-কে

বইগুলি তাকে জেগে চেয়ে আছে ঘুমোয়নি আজ
জেগে আছে মানিপ্ল্যান্ট গোলাপের কুঁড়ি আর পাতা
বোজেনি চোখের পাতা পেতলের গোপাল এখনো
দরজা জানালা মেঝে খাট পর্দা বিছানা টেবিল
খাবার থালা ও গ্লাস কাপ ডিশ বোবা হয়ে গেছে
চেয়ে আছে সারা ঘর নীলে ঘন নিরঞ্জন নীলে—
কে যেন কোথাও গেছে—কোথা গেছে? সেই শাদা শাড়ি
সবুজ পাড়ের মেয়ে স্কুলে? নাকি বনবন সাইকেলে
কলেজে? মামার বাড়ি? কোথা গেছে যে এমন সব
ব্যথায় নীরব? আসবে ফিরে আসবে কালই
আনন্দ-প্রতিমা—তবু সারা বাড়ি জেগে আছে আজ
সকাল দুপুর রাত্রি বুকে চেপে উথাল পাথাল
জেগে আছে হৃদয়ের বিচিত্র বেদনা চোখে জল
কে গেছে কে চ'লে গেছে কোথা গেছে এ হৃদয় নিজে
তাকে হাতে তুলে দান করেছে যে সদক্ষিণা তবুও চঞ্চল
বাগানের পাতাগুলি মর্মরে মর্মরে বেজে যায়
স্নেহার্ত সংরাগে বুলু হেসে ওঠে তারায় তারায়

সেই নদী

সেই যে নদী সব খোয়ানা নদী
সেই যে শাদা ধূধূ বালির চিতা
যে কোনোদিন সামনে এসে দাঁড়ায়
শেষ না করা চিঠির পাতা হাওয়ায়
উড়িয়ে নেবে, আধখাওয়া সেই থালায়
পিঁপড়ে উঠবে নামবে, দরজাতে
আস্তে আস্তে জমবে উইয়ের ঢিবি।
এইভাবে সেই আকাশ মুছে মুছে
কী মায়াময় করে যে তার নীল
ধুলোয় ঢাকে বালিও ঢাকে ঘাসে
সমস্ত জয় একটি যেন তিল।
আমার বন্ধু সেই নদী যে কোথায়!

অনিঃশেষ

ফুরোয় না তোর লালসা আর
ফুরোয় না তোর খেলা
তাই জমে এই আলো আঁধার
কি দিন রাতের বেলা।

কেবল ঢেউয়ের পরের ঢেউ
এসেই শুধোয় কোথায়? কেউ
রাখেনি স্মৃতি? তবে
থেকেই কিবা হবে?

ঝাউয়ের শাখা বালিয়াড়ি
ছন্দে আমার টানছে দাঁড়ি
সমুদ্র ও আকাশ।
তুমি?
আমি ভুলেই ছিলাম!
সারাটা পথ পাইনি কোনো ভরসা
কোনো আভাস

একটাই কথা

আমার একটাই কথা, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তবু বলা।
যেভাবে আকাশ বলে ব্যাকুল দুহাতে মুছে মুছে।
কিন্তু কাকে বলা? নিজেকেই নয়? এর নাম প্রেম!
তৃণে ও তারায় সেই সত্য। হায় পৃথিবী আমার
তবু এত দুঃখ এত অসহ্য বেদনা, হায় প্রেম!
তোমারও একটাই কথা, আমি জানি, 'ভালবাসো', জানি
শুনিনি বলেই এত ভুল এত কষ্ট ক্ষতি ক্ষয়!
হৃদয়ে বিদ্যুৎ চমকে বজ্রসংবেদনে মনে হয়
সঠিক চলেছে পিঁপড়ে নির্ভুল চলেছে কেঁচো কীট
সূর্যের আহ্নিক গতি জন্ম আর মৃত্যুর উৎসব
'ভালবাসো' 'ভালবাসো' গভীর নীরব
মন্ত্রের মতন শব্দ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তবু বলা।

মুহূর্ত

প্রতিটি মুহূর্ত যদি মুহূর্তের শিরা ছিঁড়ে আসে
তাহলে আকাশই শ্রেয় সেই একা নিঃসঙ্গ আকাশ।
তোমাকে স্তব্ধতা ভেঙে কেন এ মাটিতে নামতে হলো?
অনন্তে ধাবিত পথে বটের ঝুরির মতো জন্ম নেমে যায়
আকণ্ঠ পিপাসা নিয়ে!
মুহূর্তে মুহূর্তে নামে ঢল
সমুদ্র-সম্ভবা তবু বালির চিতায় সহমৃতা
অমৃতা-সম্ভবা তবু মৃত্যুময়ী
হিরণ্ময় পাত্র জ্বলে যায়
মুখের চারপাশে
রৌদ্রে জলে ঝড়ে যায়
মুখের চারপাশে
লোভে পাপে অপমৃত্যুতে ভাসায়
মুখের চারপাশে
প্রতি মুহূর্ত মুহূর্তে শুষে অনন্ত-সম্ভবা!
কোথাও ছিল না কেউ। ছিল না? আকাশ বলো বলো—
দীক্ষাভারাক্রান্ত দিন রাত্রি দিন রাত্রি দিন
মুহূর্তের স্রোতে
কোথায় চলেছে তবে অনন্ত জন্মের শব বুকে নিয়ে
জাতক কাহিনী!
কী কথা বলোনি প্রিয় আনন্দকে, তথাগত। আলয়বিজ্ঞান
শেখাবার ছলে জলে ভেসে যায় আজও নিরঞ্জনা
বালির চিতার মতো পিপাসার
কলা কাষ্ঠা কাঁপে
মুহূর্তের শীর্ষে ঝ'রে জন্মান্তর প্রান্তরের উড়ে যাওয়া পাতা।

পথ

মৃতদের পথে পথে শাদা খৈ ফুটেছে তারারা
সুদূর গভীর সেই ছায়াপথে মৃতদের পথে—
পৃথিবীর পথে এত মায়া, আছে তোমাদেরও নাকি?
আমাদের জিজ্ঞাসার ভার আর নেবে না আকাশ
বেদনায় নিচু হয়ে নেমে আসে দিগন্তে একাকী।

উন্মোচন

জানিনি বলেই তুমি শত কাজ ফেলে চিঠি লেখো
রাতের তারায়; আমি জানিনি বলেই
তোমার ঝরার কোনো শেষ নেই অনিঃশেষ ফোটা
পথের ধুলোর এত সহিষ্ণুতা
আসিনি আসি না
বলেই দিগন্তে নামো মাটিকে চুম্বন করো
সামান্য জীবন
অসামান্য হয়ে ওঠে আলোকিত অমিত অমল
সোনার খড়ের চালে ঝ'রে পড়ে জ্যোৎস্না-দুধ
অসম্ভব রাতে
জানিনি জানিনি কিছু ঃ তুমি নিজে উন্মোচন করো

চলো রাত্রি

দিগন্তের কাছাকাছি চলো রাত্রি, দেখাবো তোমাকে
আমার দিনের গল্প কীভাবে উৎকীর্ণ হলো শ্লোকে
কীভাবে আকাশ মুচড়ে বৃষ্টি আনতে ব্যর্থ হলো বন
চলো রাত্রি স্রোতে ভেসে তনুসংহিতার ব্যাকরণ
শেখাই ছাত্রীর মতো যেখানে আকাশ খাচ্ছে চুমো
মৃত্তিকার ভেজা ঠোঁটে ঃ ব্যাঙমা ব্যাঙমী বলছে ঘুমো
দিগন্তে দিগন্তে চমকে বিদ্যুৎ ছলকায় ঃ আজ ছুটি
ছাত্রীটির মতো রাত্রি হিমেনীল কাতর ভ্রূ দুটি।

যদি বলো

যদি বলো, আরো একবার
চেষ্টা ক'রে দেখতে পারি, যদি
বলো আরো, সমূহ সত্তার
ফুলগুলি অকূল অবধি
ফোটাই ঝরাই নিয়ে যাই
তোমাকে মুক্তির খুব কাছে
যদি বলো যদি বলো তাই
এই জন্ম পথে পড়ে আছে।

আমাকে ফেলে

কে যায় আসে আবার যায় চ'লে
আমাকে ফেলে অথৈ নীল জলে
অবুঝ রাত কিছুতে শুনবে না—
বলেই যাবে তারাটি একা একা
বলেই যাবে চাঁদের সেই রেখা
কে গেছে তুমি নিয়েছো কার দেনা?
কে যায় আসে আবার যাবে ব'লে
আমাকে ফেলে অথৈ নীল জলে।

যেতে যেতে

তোমাকে ডাকেনি কেউ তবু অত দূরে গিয়েছিলে।
দেখোনি পথের ধুলো হেসেছে চিবুকে চুলে লেগে
নিষিদ্ধ নদীর তীরে কেড়ে নিয়ে গেছে হুহু হাওয়া
তোমার কৈশোর স্বপ্ন পাপবিদ্ধ যৌবনের দিন—
তোমাকে চেনেনি কেউ।
                    বিষাক্ত পাতারা উড়ে উড়ে
ভরেছে সর্বাঙ্গ একা লতাগুল্মে জলজ উদ্ভিদে
ছেয়েছে ক্ষতি ও ক্ষয়।
                    ভয়! কেন ভয়? মনে মনে
জয়ের প্রত্যাশা ছিল? তোমাকে ডাকেনি কেউ তবু
সমস্ত জীবন মুচড়ে বেজে ওঠো নিষিদ্ধ দুয়ারে
কাঙালের মতো একা—
              তোমাকে বলেনি কেউ কিছু
তীব্র অনুসরণের আনুগত্যে শরীরের ছায়া
সমস্ত ভুলের পাশে গিয়েছিল তুমি তাকে ক্রোধে
ভেবেছ তর্জনী সেই নিষেধের—
                    এখন বয়স
মাঝে মাঝে মনে ঢুকে তুমুল ভর্ৎসনা করে
                    আর তুমি হাসো
পথের ধুলোর মতো ঝ'রে পড়া পাতাদের মতো
কেউ না কিছু না হাওয়া তবু চমকে ওঠো যেতে যেতে
সত্তা স্মৃতিভুক বলে
              তোমাকে ডাকে না
কোনো জন্ম জন্মান্তর কোনো দুঃখ জয় পরাজয়।

চিনবে না

কোথায় যেন যাবার কথা ছিল
ডাকার কথা ছিল কি কারো তবে
ধুলোর কাছে আছে কি এক তিলও
তেমন ঋণ আহত পরাভবে

কোথায় যেন দেখেছ, কেহ কেহ
দিয়েছে জল দিয়েছে ভালবাসা
ভুলুক সব তোমার মৃতদেহ
পাথরে ফুল ফুটুক পাক আশা

বালির 'পরে বালির ঢেউ পড়ে
ব্যাকুল জল ভেঙেই হয় ফেনা
ঝাউয়ের বনে বেদনা নড়ে চড়ে
এখানে কেউ তোমাকে চিনবে না।

চাঁদ

আমাকে দেখায় সব কবি ব'লে রূপলোভী ব'লে।
কতো দেখবো! এই চোখ ভেসে যায় চাঁদের জোয়ারে
সমস্ত সৈকতে শুধু আমার আনন্দসিক্ত রস
সমস্ত ঝাউয়ের বনে আমার আনন্দশিস বাজে
পড়ে থাকে বহুদূর অন্ধকার আশ্রমবিলাস
জপের ধ্যানের মন্ত্র গেরুয়া পাথর পরাজয়
আমাকে দেখায় চাঁদ উঠতে পারে যেকোনো তিথিতে
আর তার মৃদু টানে সসাগরা সমস্ত সৈকত
আকণ্ঠ পিপাসা নিয়ে শুষে নেয় সর্বাঙ্গে আমাকে
ঝাউয়ের মায়াবী বন শুষে নেয় সমস্ত জোয়ার
চাঁদ ওঠে কী সুন্দর কী নিবিড় পরম-সম্ভব।

কার হাতে

ও রূপ কি ধরা যায় কবিতায় পাথরে কখনো!
ও রস কি অনায়াসে ভাসায় কখনো অদীক্ষিতে!
ওই শব্দ অনাহত বাজায় দু-একটি বীণা বেছে—
গন্ধে স্পর্শে কেঁপে ওঠে রোমাঞ্চিত সমুদ্রপিপাসা।

কোনো সম্ভাবনা নেই তবু বৃষ্টি ভেজায় বিহ্বল
অমারাত্রি তবু চাঁদ উঠে আসে আকাশে কখন
কোথাও কিছুই নেই তবু চূর্ণ চাঁদ চোখে হাসে
আশ্লেষে আশ্লেষে ভেসে এসে সেই রাত্রির আকাশে

সে বলে ঃ আমাকে লেখো পাথরে ফোটাও। মাথা নিচু
আমি মুগ্ধ মূঢ় কবি তার হাতে সঁপে দি নিজেকে।

রসিক

অরসিকেষু অন্ধকার বন্ধ দ্বার বলে
ভেবো না আলো ছিল না আলো নেই
বলো না কেউ আসে না কেউ আসেনি শুধু ছলে
যমুনা বয় এখনো নীরবেই।

অরসিকেষু অন্ধকার অরসিকেষু শুধু
অগ্নিময় তেপান্তর অলীক ব্যাঙ্গমা
এখানে এসো পেরিয়ে মরুধূসরপথ ধূধূ
তোমার সব তোমারই আছে জমা।

আনন্দকে

পারিনি বলেই এই অসম্ভব তোমাকে দিলাম।
রাত্রির দেবদেবী সাক্ষী। আমার আনন্দনদী, তুমি
জানো আমি নিজে হাতে কী অমোঘ পিপাসাকাতর
ফিনকি দিয়ে ওঠা জল তোমাকে দিয়েছি।
এক একটি আগ্নেয়রাত আসে আর হু হু ক'রে জ্বলে
তোমার প্রতিটি গুপ্ত গহ্বরের ঘুমন্ত নিশীথ
আমার উত্থান দেখে দুর্বোধ্য ভেবো না, শোনো তবে
মিলন-সম্ভব সেই সব উত্তেজনা যে যমুনা
কাউকে দেবে না ব'লে জলতলে বালিতে বালিতে
আসমুদ্র ছুঁয়েছিল আমি তার উজ্জ্বল উদ্ধার।
পারিনি? সে তুমি খুব ভালো জানো। তবু অসম্ভব
এই সম্পন্নতা নাও আমার অঞ্জলি উপচে যায়
মানুষ জানে না এর নিহিত তাৎপর্য, কেঁদে মরে
আমার যে হাসি পায় আনন্দ, আমার হাসি পায়।

এই উৎসব

আমার গোপন ব্যথার রাজ সংস্করণ
তোমার হাতে তুলে দেব ব'লে
এই আয়োজন
এত আনন্দ এত আলো এই উৎসব।

অগ্নিযুগ

আমার সমস্ত সত্তা ওতপ্রোত মিশে যায় আর
পাথরের দেহে আর তৎক্ষণাৎ আগুনে আগুনে
ছেয়ে যায় চরাচর
তুমি কাকে ভাসাও সে তুমি
সবচেয়ে ভালো জানো—আমিও—সে কথা গুপ্ত থাক
কেবল কয়েকটি দিন শুধু তিলে তিলে মধুপূর্ণ হোক
শরীর শিরা ও মন, যারা
আদিম আগুনে পুড়ে পুনর্বার হতে পারে খাক।

আরও দেরি হ'লে

আর বেশি দেরি করো না পড়েছে বেলা
সজল মেঘের ছায়া ঘনাইছে বনে
রয়েছে আমার শুধু আগুনের ভেলা
আগুন-শরীর-শিরা-উপশিরা মনে

অনেক দুঃখে কষ্টে জ্বালিয়ে রাখি
পিপাসাকাতর ঝ'রে পড়ে যাওয়া পাতা
আবার কখনো শরীরে আসব নাকি?
জানি না, জানে না আমার মায়াবী ত্রাতা

এ আগুনে স্নান করেছি শুয়েছি গানও
পুড়ে পুড়ে শাদা হয়েছে যে ক'টি হাড়
আরও দেরি হলে কী হবে সে তুমি জানো
সজল মেঘেরা আসে না বারংবার

নিইনি কিছুই গোপনও করিনি কিছু
খোলা দরোজার মতো দেখ খোলা মুঠি
ছায়ার পিছনে ছায়া জমে পিছু পিছু
চাঁদ ডুবে যায় তারাও একটি দুটি

আরও দেরি হ'লে আরও বেশি দেরি হ'লে
ধুলোতে বালিতে মিশে যাবে এই ঘর
এক মুঠো ছাই ভেসে যাবে নদী জলে
শুষে নেবে বুড়ো পুরনো তেপান্তর

ভালবাসা

ভালবাসা, তোমাকে আমার
আর কোনো প্রয়োজন নেই!

বড় কষ্ট দিয়েছো আমাকে
সবাইকে দুঃখে দীর্ণ করো।

তোমাকে আমার আর কোনো
পাবার আকাঙ্ক্ষা নেই প্রেম।

আজ স্পষ্ট বুঝেছি তোমার
কষ্টের অপরিণাম মায়া।

আজ আমার বুঝতে বাকি নেই
তুমি যন্ত্রণার গাঢ় নীল।

এই শহর

এই শহরের মধ্যে মাঠ ছিল মাঠময় ঘন সন্ধেবেলা
চুম্বনের গন্ধ ছিল আলিঙ্গনের স্পর্শ ছিল
পিপাসাকাতর পথে পথে পথে পায়ের নূপুরে
কতো যে দুপুর ডেকে নিয়ে আসত বিকেলবেলাকে
থমথমে রেলব্রিজ স্তব্ধ সেগুন মহুয়া ছিল ভয়
নির্জন নতুনচটি পোড়ো ডাঙা, কেঁদুড়ি চাঁদমারি
কাছাকাছি নদী নয় নদীর মতন এক চোরাস্রোত ছিল
একজন কবি শুধু ভালবেসে ভালবেসে ভালবেসে শুধু
হেঁটেছিল থেমেছিল বসেছিল শুয়েছিল তার
একান্ত নারীর কাছে ঃ আজও সেই অনাহত মেয়ে
ছেয়ে আছে তাকে নীল আকাশের মতো চেয়ে আছে
ব্যাকুল উদ্বিগ্ন স্নিগ্ধ হৃদয়ে সমুদ্র-সুধা স্রোত
মোহনার কাছাকাছি সঙ্গমসম্ভব স্থির বেলা—।
এই শহরের মধ্যে কবির ঐশ্বর্য ছিল প্রচুর অগাধ
সোনার সকাল সন্ধে গ্রীষ্ম বর্ষা মায়াময় ধুলো
চন্দনের বনগন্ধ অন্ধকার বিজন পিপাসা
শিরা উপশিরাময় দুঃখী জ্বরতপ্ত ঘোর লাগা
অজস্র ভুলের গুচ্ছ শিকড় ও ঝুরিময় শুষেছে প্রেমের
অলৌকিক পার্থিবতা শিরদাঁড়ায় সয়েছে প্রচুর
আঘাতের কষ্ট বহু অপমান ঃ এ শহর আজও
তাকে একা ক'রে রাখতে ভালবাসে তাকে
মাতাল লম্পট শিল্পব্যবসায়ীর হাত থেকে সুন্দর বাঁচায়
গন্ধেশ্বরী কাঁসাইয়ের তীরে নিয়ে গিয়ে ঃ তার নারী
সমস্ত-সম্ভব ক'রে ভ'রে দেয় কবিতা-সুধাতে।

কেন

কতো কী যে চলে গেছে, শীত, আছে স্মৃতিভুক রাত।
কোথায় গিয়েছে? জানো? বরাটদার সঙ্গে দেখা হবে না কখনো?
কেন যায় জানো ঝরাপাতা? আমি কোথায় চলেছি?
আমার তো পথ নেই আমি তো পথিক নই তবে?
যে যায় সে কেন আর একটিবার ফেরে না কাঁসাই?

তখন

তখন ছিল ফাগুনমাস বাতাস এলোমেলো
হলুদ নিম শিরিষপাতা ঝরেছে ঘুরে ঘুরে
উধাও পথ সুদূর নীল দিগন্তের দিকে
যেখানে ছুঁয়ে ছিল আঁচল যেখানে ছিল নদী
পুরাণে আঁকা বসেছি শুধু দুজনে পাশাপাশি
বলেছি ঃ আমি তোমাকে ছাড়া কখনো লিখবো না
তখনি জল ছলাৎছল হেসেছ তুমি ভেসে
দু'খানি তীরে ধরেছি ধীরে, ওঠেনি চাঁদ তবু
তখন ছিল বসন্তের ব্যাকুল পূর্ণিমা।

যে ফেরায়

গ্রামে যেতে ভালো লাগে থাকতে ভালো লাগে
প্রাচীন দীঘির জলে স্নান করতে শরীর উন্মুখ
বৃষ্টিতে ব্যাকুল মাঠে ভিজতে চায় তাতল সৈকত
ঘুঘুর দুপুর ঘিরে মায়াজালে স্মৃতির নায়িকা
বিকেলে বাবলার বনে হলুদ ফুলের দেশে তাকে
রেখে একা দেখা সেই কঙ্কালের শাদা শীর্ণ নদী
তীরের শিমূলে পেঁচা নির্বন্ধের মতো বলে ফেরো
মুখের মুখর স্মৃতি নিয়ে চাঁদ ওঠে বলে ফেরো
কুয়াশার কাঁথা মুড়ি দিয়ে পাশ ফেরে যে পাহাড়
সেও বলে ফেরো ঃ আজ যতদূর যাই কেউ আর
বলে না কিছুই শুধু একজন বিষণ্ণ ব্যথিত চেয়ে থাকে
সুদূর পথের প্রান্তে যে ফেরায় সমস্ত কিনারে

ফিরে আসে

যতই বদলাতে চাই ফিরে ফিরে আসে।
আসলে এক একটি তার বাঁধা থাকে। তার
অন্ধকার বেদনার জলে ভেসে যায়—
আসা ও যাওয়ার মালা! যতই বদলাই
অপরিবর্তিত সত্তা স্তব্ধ নীল নিঃসীম আকাশে।

এভাবে

এভাবে কি কেউ যায়? এতো খালি হাতে!
কার জন্যে মেঘে মেঘে বেলা চ'লে গেল?
কে সে আসব বলেছিল? বৃষ্টি পড়ে আজও
ব্যাকুলতা তেমনি লাল ভোরের আকাশ
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পায়ে ব্যথা নুয়ে পড়েছে শিরদাঁড়া
এভাবেও যায়? যায়। বলে শান্ত নদী
যায় যায়। ব'লে তার দুটি স্থির তীর
সমস্ত যাওয়া ও আসা মুছে দেয় তারার তিমির।

পথ

সব ফেলে এসে কেন এখানে এমন ধূধূ পথে?
তোমার ঘর বাড়ি নেই? গ্রাম দেশ? বন্ধন টন্ধন?
ধুলোয় ঘুমোতে পার? বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে যেতে যেতে
মনে করতে পার সেই জলমগ্ন ব্যাকুলতা ভয়
স্মৃতির সংশয় দিয়ে অন্ধকারে বিদ্যুতের মতো?
সমস্ত পৃথিবী আজ স্তব্ধ হয়ে চেয়ে আছে মুখে
ঘাসের মাথায় স্থির অচঞ্চল শিশিরের কণা
পথের দু'প্রান্ত দুটি হাতে তুলে দিগন্ত-মহিমা
প্রশ্নের প্রচ্ছন্ন মৌন : এলে কেন এলে কেন তুমি?

তুমি

আমার কবিতা থেকে উঠে এসে তুমি রোজ রাতে
পথে যেতে বলো! তাই সূর্যচাপা গন্ধের পাঁচিল
তোমাকে আমাকে ঘরে একা রেখে তুলে দেয় খিল
আর প্রসন্ন প্রভাতে
স্থলপদ্ম ফোটে থলো থলো।

কবিকে

পথকে পথের মত যেতে দিলে মানুষ অখুশী
পথিকের কষ্ট বাড়ে পরিব্রাজকের কষ্ট বাড়ে
কেবল দু-একটি ফুল পাখি টাখি নির্ভয় নির্বাক
এই নষ্ট পৃথিবীতে কবি আর লিখবে না বলেই
সমুদ্র-সম্ভবা নদী বালির কঙ্কালে হাড়ে হাসে
কবিকে কবির মতো বাঁচতে দিতে চায় না সংসার।

গুহামুখে

গুহামুখে জেগে আছি রাত প্রায় ভোর হয়ে এল
তোমারা এলে না আমি একা ফিরে কী বলব ওদের
তাছাড়া প্রবল জ্বরে অবসন্ন মনে হচ্ছে শুয়ে থাকি আজ
বাতাস ছুঁচের মতো বিঁধে যায় পোশাকের তলে
আবার সূর্যাস্ত অব্দি এই শীত আগুনের পিপাসাকাতর
তারপর জ্বরো জ্বরো ঘোরে সেই দুর্বোধ্য উত্থান
গুহামুখে একা একা ঃ ভেতরে জলের শব্দ ভেতরে কেবল
হাওয়ার শিসের ধ্বনি দাঁড়ের পৌরুষ নৌকো সুদূরে উধাও
বাইরে আগুনের নীল লেলিহান শিখার দহন
তোমরা শিব-শক্তি আমি পৌরাণিক প্রবল মন্দির
আশীর্ষ টানবই সব আদিম উন্মাদ নরনারীকে এখানে

একদা

একদা তোমার জন্যে অর্ধভুক্ত খাবারের থালা
অসমাপ্ত চিঠি বাইরে অপেক্ষাকাতর
অতিথি নিমজ্জমান সামান্য সংসার
একদা তোমার জন্যে ভালবাসা এরকম
আজ
কিছু নেই মাঝে মাঝে স্মৃতির সজল
মাঝে মাঝে প্রতিশোধপরায়ণ হাওয়া

এলোমেলো ক'রে দিতে লুটোয় পাথরে

কথা

বলেছি, তোমার নাম নেবো না
বলেছি, যাবো না আর কোনোদিন
বলেছি, বিদায়। ব'লে আর কেউ
ফেরে কি? ফেরা কি চলে? বলেছি
তোমার মতন কেউ ভালো তো
বাসেনি বাসে না, ভালবাসা যে
এমন ব্যথার এত কষ্টের
আমরা কখনো ঠিক জানিনি।
বলেছি, যাবো না আর। তুমি কি
কখনো এ পথে আর আসবে?
যখন ব্যাকুল হবে বর্ষা
যখন পলাশ ফুটে উঠবে
যখন অশ্রু অফুরন্ত?
বলেছি, নেবো না, নাম নেবো না
ভদ্রলোকের কথা জানো তো!

ঘুমের তত্ত্ব

এখন তুমি ঘুমোও
আমি জাগাবো ঠিক সময়ে
ভেজাবো ঠিক বৃষ্টিতে
সব দেখাবো আজ সভয়ে

এখন তুমি ঘুমোও
আজ পাবেই পাবে আমাকে
উঠবে জ্বলে চুমোও
মুঠোয় করবে গুঁড়ো মানাকে

এখন তুমি ঘুমোও
তোমার কাছেই আছি। কাছে কি?
এসব কথার মানে বোঝার
সময় কারুর আছে কি?

মৃত্যু

লিখতে গেলে স্বপ্নপ্রাণ বর্ণমালাগুলি
ফুল হয়ে ফুটে ওঠে সারি সারি বুকের মাটিতে
হাওয়ার কাগজ ওড়ে বৃষ্টিতে বালিতে ভাসে কালি
টুকরো হ'তে হ'তে ক্ষতে হাত চেপে পেরোই পাথর
জটিল জঙ্গল টিলা পাহাড়ী বাংলোর রাত একা
বন্ধুর সাহসী হাতে ওকে ছেড়ে নিজেকে জাগাতে।
লিখতে গেলে এ শরীরে তুলে নিই বক্ষোভার আর
মুগ্ধচোখে দগ্ধ হই ফিনকি দিয়ে উপচে পড়ি যাতে
কবিতান্ত রাতে তার হাতে আহা নিঃশেষে হারাই
জানাই ঃ পারছি না আর নিজেকে নিঃশেষ করতে দাও
নাও শুষে নাও নিংড়ে পাথরের শিরা উপশিরা
এত কাছে এত দূরে! পারছি না। আমি কি লিখতে পারি!
লিখতে গেলে তাই ওর দুচোখে কবির মৃত্যু কাঁপে।

কবিতার রাত

কিছুতেই সেই তীব্র আরক্ত সংরাগ সারারাত
কবিতাকে জরোজরো করে না অথচ মনে মনে
কী ভীষণ উত্তেজিত কী ভীষণ পিপাসাকাতর
ভালবেসে ভালবেসে শুধু ভালবেসে যায় দিন
কবিতা আমার এত কাছে এত বেশির কাছে ব'লে
তাকে দেখতে তাকে পেতে এত বেশি সংবেদনশীল
এত বেশি আকাঙ্ক্ষায় আপাদমস্তক জ্ব'লে যায়
আশ্চর্য বিরোধাভাসে বেজে ওঠে ব্যথার রুচিরা
স্মৃতিচারিতায় ব্যর্থ অচরিতার্থতা চরাচরে
আনন্দ-আশ্লেষ নিয়ে নেমে আসে আভূমি আকাশ
রোমাঞ্চিত ঘাসে ঘসে শিশির বিন্দুর রসধারা
স্রোতের ছলাংছল দুটি স্পর্শকাতর তটের
ওষ্ঠ ছোঁয় বক্ষ ছোঁয় জঙ্ঘা জানু পিচ্ছিল শরীর
কবিতার শিহরণে তারারা চঞ্চল হয়ে পড়ে
তবু কিছুতেই সেই বজ্রসুখসংরাগ বাজে না—
আমাদের মাঝখানে মাথা নিচু বাৎসায়ন ঋষি।
আমার কুশলী বন্ধু ত্রাতার মতন তৎক্ষণাৎ
পশম কার্পাস ফেলে জেগে ওঠে কবিতার মনে
আমাকে সর্বাঙ্গে গ্রাস ক'রে নেয় সত্তার শিকড়ে
কবিতার বক্ষোভার আনন্দে বহন ক'রে তাকে
বাঁচায় আমিও বাঁচি ঃ বুঝি যে প্রেমের মৃত্যু নেই।

প্রেমিক

আমাকে প্রেমিক ক'রে যে সম্মান দিয়েছো জীবনে
আমি তার যোগ্য নই; তোমার ব্যর্থতা ঢেকে দিতে
তোমাকে দিয়েছি এই লীলাতরঙ্গের নৌকো নদী
যদি তুমি খুশী হও যদি দেখো আমার ভিতরে
আমাকে কখনো; তাই আমার বন্ধুকে সমর্পণ।

আমাকে চুম্বন দিও মাঝে মাঝে সর্বাঙ্গীন রাতে
অপরাজিতের মতো অপমানে অস্বীকারে অলীক শরীরে

বাতাস আড়াল ক'রে ঃ আমি কোনোদিন জাগবো না
প্রেমিকের অঙ্গীকারে জানাবো না কখনো লেখায়।
আমার বন্ধু কি বোঝে? কিছু বোঝে? তবু তাকে চাই!

মধুরের শেষ কোথায়! তবু জানতে চাওয়ার বেদনা
ওতপ্রোত দিনে রাতে। ফুরোলো সোনার সূর্য প্রায়
শেষরশ্মিস্মৃতিছটা আকাশ মেখেছে দেখ দেখ
কী ব্যাকুল রক্তিমতা অন্ধপ্রবণতা হাহাকার—
বন্ধুকে জড়াও ধরো ধরো ধরো এই বেলা সখি

আমি রূপমুগ্ধ কবি দেখতে দাও গোপন মধুর।

খিদে

মেটেনি খিদে তাই চৈত্রে বালির চিতায়
দিয়েছো শরীর তীরে একা রেখে আমাকে এখানে
প্রবৃদ্ধ অশ্বত্থে ঝরে পাতা ঝরে পাতা ঝরে পাতা
আমাকে ডুবিয়ে প্রায়, কেঁদে ফেরে পেঁচা ও শেয়াল
প্রাচীন পুকুর থেকে উঠে আসে দমবন্ধ প্রেত
আমাকে জলের তলে নিয়ে যেতে আগুনের শিখা
শরীরের লোভে কাঁপে চিতা থেকে উঠে এসে আজও।

শরীর ছেড়ে কি আমি তোমাকে এখানে পাবো? কেউ
আমাকে একথা ব'লে সন্ন্যাসের দিকে নিয়ে যায়
যদি আজ তাতে তুমি স্নেহকলরবে কেন কাঁদো?
আগুনের আঙুলেরা অন্ধকার দুহাতে জড়ায়।
মৃত্যুর শীতল স্পর্শে গাঢ় ঘুমে যেতে তো হবেই
আমাকে রেখেছো একা মায়াতীরে, রয়েছ কোথায়!

সিঁড়ি

সিঁড়ি নেমে গেছে ধাপে ধাপে তার
অতল জল
অসামান্যের অনুভবে করে
ছলাংছল
নেমে যেতে যেতে দেখিনি কিছুই
হাওয়ার শিস
সত্তার শিরা উপশিরা দিয়ে
ঢেলেছে বিষ
ঝলকে ঝলকে উঠেছে ফোয়ারা
ভাসাতে সব
সিঁড়ি নেমে গেছে ছাপিয়ে নিষেধ
ও কলরব
দু'হাতে ধরেছি জন্ম মৃত্যু
দু'পায়ে নাম
পাতালে আমার পুরাণ রয়েছে
সত্যকাম
সিঁড়ি নেমে গেছে কী অমোঘ আমি
ছোঁবো যে তল
পৃথিবীর বেড়া ভেঙে ক'রে জল
ছলাংছল

ঈশ্বরের সঙ্গে

ঈশ্বরের গুণ বড় ভালো
ঈশ্বরের নাম চমৎকার
ভলো মানুষের মতো তিনি
আমাদের লোভ আর পাপ
দেখেও দেখেন না সারাদিন।
তাই তাঁকে বন্ধু করা যায়।
শত্রুও। আমার সঙ্গে তাঁর
দীর্ঘদিন আলাপ রয়েছে
তিনি আমাদের দুঃখ সুখ
বাটি ভর্তি ক'রে খেয়ে যান
মজ্জা মেদ দুচোখের মণি
খুব ভালবাসেন। নির্জনে
নিজস্ব শরীরটি তাঁর প্রিয়
আমার নির্গুণ সত্তাটিও।

দেখা

নদীকে নদী না দেখলে তোমার সমূহ সর্বনাশ
রূপক ব্যঞ্জনাগুলি আজকাল করে পূর্ণগ্রাস

এখন থাকে না কোনো মানুষ শরীরে তাই এত
সমাজে জান্তব জয় অন্ধকার এত অভিপ্রেত

এরকম আপ্তবাক্য এরকম আর্ষ ঋষিদের
শুনতে শুনতে চ'লে যাও পিছনে তাকাও যদি ফের

তুমি ভিরমি খাবে মূর্চ্ছা যাবে সহ্য হবে না, সকলে
অধিকারী নয়, রস ভৈরবীচক্রের মধ্যে জ্বলে

প্রাক্তন প্রারব্ধ মানো? বৈষ্ণবপরাধ? এই ক্রম?
তোমার হবে না বাবা। বেড়ে ওঠে অমোঘ আশ্রম।

নদীকে নদী না দেখলে পথকে না দেখলে শুধু পথ
সৃষ্টির তাৎপর্য যাবে পরিচর্যা হবে না মহৎ।

সম্মতি

কাল রাত্রে ঘুমিয়ে গেলাম। তুমি হেসেছো সকালে।
আমি সারাদিন যত তীর আছে তুলে রাখব আজ।

আজ রাত্রে বন্ধু এসে জাগাবে আমাকে। তুমি কাল
ভোরে উঠতে পারবে না। আমি হাসব পূর্ণতর রাগে।

তুমি না সম্মত হ'লে এ কবিতা লিখতে পারতাম?
আমি রাজি না হলে কি এ মধুর জানতে তুমি বলো?

এত যে আগুন ছিল এত সম্ভাবনা আমরা জানিনি কখনো
বন্ধুত্বের সাঁকো বেয়ে চলো দেবী মন্দিরে তোমার।

এমন আনন্দ ছিল অনাস্বাদিত এত সুখ ছিল আহা
সে এসে না জানালে কি নষ্ট হতো! আজ দেখা হবে।

আজ রাত্রে দেখা হবে। তুমি হাসছো? কী আছে হাসির?
যে অশ্বে ভ্রমণসূচি নির্ধারিত আমি তারই আরোহী জানো তো!

জানে না

এইভাবে যেতে যেতে বেঁকে যায় পথ
স্বপ্নাতীত অন্ধকার শুষে নেয় আলো

আর এক বেদনা জাগে চরের মতন
নদীর গতির পথে ব্যথার পাহাড়

এ এক আশ্চর্য। যাকে মুহূর্ত না পেলে
মনে হতো জন্ম বৃথা জন্মান্তর বৃথা
তাকে বিস্মরণ খায় পরতে পরতে
ঢাকে সমুদ্রের হাওয়া সৈকতের বালি

আশ্চর্য হবার মতো কিছু নেই সমস্ত সম্ভব
মানুষ মনের মতো ঘরবাড়ির মতো
দু'হাতে বানায় সব, কখনো জানে না
এই ঘুম রাত্রি শেষে আর ভাঙবে কিনা।

আবার যদি

ঘর ছেড়ে পথে পথে দুজনের সেইসব দুপুর
বিকেলের মাঠে মাঠে সন্ধ্যার মায়াবী এলোচুল
মফস্বল শহরের রোদ্দুর চৈত্রের ঝরা পাতা
আমাদের বসে থাকা হেঁটে ফেরা দাঁড়ানো রেলব্রীজ
আর একবার যদি ফিরিয়ে দিতেই হে শহর
আবার তোমাকে আমরা যৌবন দিতাম আমাদের।
আবার চুম্বন-শিহরিত সন্ধ্যা নামাতাম মাঠে
আবার হাতের মধ্যে হাত রেখে তোমার শরীরে
জাগাতাম সেই দুঃখ যা কখনো ফেরে না পিছনে
আমাদের ভালবাসা তোমার নদীর জলে ফের
গলিত সোনার মতো ভাসিয়ে দিতাম হে শহর
যদি যৌবনের সেই দিনগুলি একবার ফেরাতে।

এ জলে

এ জলে নেভে না অগ্নি মেটে না পিপাসা
কেবল আনন্দে ভাসে আমাকে ভাসায়
কেবল হৃদয়ে তোলে অর্ধস্ফুট ভাষা
যা মুখে পারিনি বলতে ঃ এই জন্ম যায়।

এ জলে নেভে না অগ্নি মেটে না পিপাসা
তবু নিভবে তবু মিটবে শুধু এই আশা।
শুধু এই। ধিকিধিকি আগ্নেয় পাথরে
চঞ্চল রক্তের স্রোত মাথা কুটে মরে।

এ দৃশ্যে

এ দৃশ্যে কেউ বাঁচে না। আমি গুরুকৃপা বলে
দুচোখে পান ভোজন করি। শরীর ভরা বিষ।
আত্মা ঢালে অমৃত তার নিপুণ লীলাচ্ছলে
আকাশে কাঁপে তারারা শুনে ব্যাকুলতর শিস।

এ দৃশ্যে কেউ বাঁচেনি। আমি নতুন পদাবলী
লিখবো ব'লে দাঁড়িয়ে দেখি শরীর টলোমলো
শিউরে ওঠে অন্ধকার প্রাচীন বনস্থলী
তোমরা নাচো নাচতে নাচতে রাধে কৃষ্ণ বলো।

নদীর গল্প রাতের গল্প

সেই নদীটির সঙ্গে দেখা অন্ধকারে
দুই তীরে বন বনের মাথায় চাঁদের আলো
অল্প অল্প ছড়িয়ে তখন অপার্থিব
বৃদ্ধ শিমুল শাখায় পেঁচার ডাক শোনা যায়
বালির চিতায় জল খেতে যায় শেয়াল শকুন
ফিসফিসিয়ে বলছে কিছু ঠাণ্ডা হাওয়া
বিষণ্ণতার গন্ধ ছড়ায় মর্মছোঁয়া জলের শব্দ
আর কিছু নেই তার পরে আর গাছপালা নেই
হারিয়ে যেতে নেই মানা সেই তেপান্তরের
ব্যাঙ্গমা নেই, মস্ত ফাঁকা তুষার ঢাকা ঝাপসা ছবি
একটি নদী এবং নদীর তরঙ্গহীন তৃষা তখন
বুক থেকে নেয় পিঠ থেকে নেয় সংগৃহীত
সমস্ত রস সংজ্ঞা রেখে আস্তে ঢেকে সারাটা রাত
মূর্চ্ছিত জল গড়ায় ছড়ায় গন্ধে আকুল আনন্দময়
সেই নদীটির জন্যে ব্যাকুল সমস্ত দিন
গল্প বানাই বলব বলেই রোমাঞ্চকর
শিকড় সানাই সতৃষ্ণ সব শুষব ব'লে
আবছা আলোয় আবছা তরল অন্ধকারে
আলিঙ্গনের জন্যে ব্যাকুল সেই নদী যায় জলের শরীর
দুর্জ্ঞেয় এক ভালাবাসার ভয়ের সঙ্গে সাহস দেখায়।

দেবীরাত

ওকে আজ ঠেলতে ঠেলতে দুজনে কিনারে নিয়ে যাবো।
রাত বাড়বে। তুমি শুধু কথা বলবে চাবুকের শিস।
পাথরের শিরা ফেটে ফিনকি দিয়ে গড়াবে যে জল
তাতে আমরা স্নান করবো, আহ্নিকও। তখন
তুচ্ছ জবা ফুল টুল চন্দন টন্দন চূর্ণ ফাগ
পড়ে থাকবে বেদীতলে, দেবী, তুমি যাকে খুশী বেছে
উঠে পড়বে। একজন শুধু শুনবে চাবুকের শিস
একজন শুধু শুনবে এক দুই তিন চার প্রহর
তুমি ওকে নিয়ে যাবে আমাদের যজ্ঞাগ্নির কাছে
আমরা আহুতি দেবো। পূর্ণাহুতি। পূর্ণ হবে রাত।

এই কবিতা

কে এই কবিতা পড়ে খুঁজে পাবে নিজস্ব আত্মার
ন হন্যাতে অন্বেষণ উদভ্রান্ত ব্যাকুল হাহাকার
কে দাঁড়াবে যেতে যেতে টুকরো হতে দেখে যেতে নিজে
যখন অশ্রুতে রক্তে পৃথিবীর চোখ যাবে ভিজে
কে শুধু পবিত্রতম দুষ্প্রাপ্য সুদূর ভালবাসা
বুক থেকে তুলে তুলে সুস্থ ও সুন্দর করবে ভাষা
এই কবিতার জন্যে—, কাকে দেবো বলো দেবো কাকে
এই জন্ম সমর্পণ বিশ্বাসপ্রবণ বাঁকে বাঁকে
কার জন্যে চেয়ে থাকব কবিতা, তুমি কি কিছু জানো?
গার্হস্থ্যে সন্ন্যাসে বাঁধা সমূহ তামাশা আর ভানও
হাসায় না এখন তবু দেখতে হয় নানা পরাক্রম
মানুষকে গড়তে হয় মানুষ ঠকানো ইঁট-পাথরে আশ্রম
বলতে হয় ঃ ধৈর্য রাখো জপমন্ত্র বিশুদ্ধ জিহ্বায়
ওঁ হ্রীং ক্লীং জলে সতীসাধ্বী নাওয়ায় খাওয়ায়
কে বলো বিশ্বাস করবে সবচে' পবিত্রতম রাতে
এ কবি উন্মাদ হয়ে রাধাকৃষ্ণ দেখেছিলো ছাতে
কবিতা সর্বংসহা প্রাণপণে বোঝাতে চেয়েছে
ছাইয়ের চারপাশে শাদা পালকেরা শুধু আছে বেঁচে
বেঁচে আছে শাদা হাড় অন্ধকার নদীর পাড়ের পাথরেরা

তীব্র কোলাহলে কাঁপে : নারী মাংস নারী মাংস সেরা
কবিতা কল্পনালতা, এ বাস্তব পরা, এ পাতাল
দুষ্প্রবেশ্য সুন্দরের। আজ এসো। দেখা হবে কাল।

মা আমার শুয়ে আছে

মা আমার শুয়ে আছে। বিকেলের শেষ রোদটুকু
চূর্ণ হয়ে পড়ে আছে পাশে তার। শীর্ণ দুটি হাত
কী আলতো বুকের কাছে, মুখের সহস্র বলিরেখা
দুঃখের নদীর মতো বালি আর কঙ্কালের যেন
শতাব্দীর আদ্যোপান্ত যেন কাঁথামুড়ি দিয়ে শুয়ে
পাশ ফিরে আর আমার গভীর ব্যর্থতা
আর আমার পাষণ্ডতা মুচড়ে যেন ফুটে ওঠে ফুল
মায়ের চোখের প্রান্তে টলোমলো দুফোঁটা অশ্রুতে
কী নিবিড় মার্জনায়, কী গভীর মনোহীনতায়
ডুবে যেতে যেতে দেখি শুয়ে আছে যেন বসুন্ধরা।

তার সঙ্গে

তার কোনো জরা নেই কোনোদিন বয়স বাড়ে না
প্রতিটি মুহূর্ত স্থির তার কোনো ক্ষয়ক্ষতি নেই
সমস্ত দুঃখ ও কষ্ট আনন্দ বেদনা দুটি হাতে
সে হাসে আমার দিকে কৌতুকপ্রবণ
আমার ব্যথার প্রতি সহানুভূতির স্পর্শহীন
বস্তুত কোথাও কোনো ব্যথা নেই সমস্ত যন্ত্রণা
আনন্দে নিহিত, তাই ভুবন প্লাবিত হতে দেখে
কেউ কেউ, বাকি সব দুঃস্বপ্নে কাতর।

সে আমার কেউ নয় আমি তাকে দেখিনি কখনো
তবু যেন মনে হয় আমি তার সব কিছু জানি
তার নিঃশ্বাসের শব্দ টের পাই স্পর্শাতীত তাকে
হৃদয়ের অনুভবে তীব্র স্থির সে আমার মুখে
তাকিয়ে তাকিয়ে হাসে হেসে ওঠে ভোরের আকাশ

ধুলো ও বালির পথে সোনা ঝরে দীর্ঘ বারোমাস।

মনে করতে

এখন আমার আর মনে নেই কিছু
হয়তো ছিলো না গাছ, নদীও ছিলো না?
একাকী কিশোর বৃদ্ধ অশ্বত্থের তলে
অন্ধকার আলপথে একটি লণ্ঠনের মৃদু আলো
ছিলো যেন পৃথিবীতে কোনো গল্পে ছিলো
অথবা ছিলো না আজ মনে করতে বড়
কষ্ট হয় অভিমান হয়।

এইভাবে এতদূর

জানি না কী যে বলি কী কথা ব'লে যেতে
এভাবে এতদূর দুঃখে সুখে আসা
কী যেন ব'লে যেতে এভাবে হাত পেতে
উপচে পড়া ব্যথা নেওয়া যে ভালবাসা!
জানি না কার কাছে গভীর মানে আছে
শব্দগুলি ফুটে উঠবে বেদনায়
ব্যাকুল কথাগুলি জানি না কার কাছে
এমন বিশ্বাসে কেবলই যেতে চায়!
কী যেন ব'লে যেতে এসেছি এইখানে
ভুলের ফুলগুলি ফুটিয়ে আজ
পাথর নিঙড়ানো জলের কী যে মানে
কে যেন বলেছিল? গন্ধরাজ।
জানি না এইভাবে কেন যে রাতভোর
শিশিরকণা হয়ে ঘাসের শিষে
জীবন জ্ব'লে ওঠে! আকাশে ঘনঘোর
মেঘের 'পরে মেঘ যায় যে মিশে।
হলো কি বলা সব? বলা কি হলো?
কোথায় শেষ? কবে হয়েছে শুরু?
জানে না দুচোখের অশ্রু ছলোছলো
পৃথিবী থমকানো দুইটি ভুরু।

দুঃখ, তোমাকে

দুঃখ, আমি তোমাকে ভুলিনি
দুঃখ, আমি তোমাকে রেখেছি
সুখের সুন্দর ফ্রেমে বেঁধে।

দুঃখ, তুমি ছাড়া কি কখনো
ভালো লাগে নারী
ভালো লাগে পানীয় বিলাস
দুঃখ, তুমি ঐশ্বর্য দারুণ!

দুঃখ, আমি তোমাকে ভুলিনি
তোমার দুপুর!
তুমি বিকেলের বুকে আছো
বাজাচ্ছো নূপুর।

এখনো দু'হাতে তাই বালি
এখনো মুঠোতে তাই ঘাস
এখনো চোখের কোলে কালি
বৃষ্টি পড়ে বৃষ্টি বারোমাস।

নীল সাঁকো

এখন বালির নদী আলপথ প্রবৃদ্ধ অশথ
খড়ের চালের জ্যোৎস্না অন্ধকারে জোনাকির ঝাঁক
উল্লেখযোগ্যতা সব হারিয়ে ফেলেছে।
ছোলাডাঙা কবিতায় কোনো মাত্রা যোজনা করে না।
এখন ভাটার টান। এখন ফেরার বেলা। তাই
বৌদ্ধ শ্রমণের মতো বলতে হয় ঃ কিছুই থাকে না।
শুধু স্তব্ধ রাতে একা দেখা হ'লে দুচোখের তলে
টলোমলো ক'রে ওঠে জন্মের মৃত্যুর নীল সাঁকো
যেখানে দাঁড়িয়ে তুমি। আমি যাই দুটি তীর ছেড়ে।

সব দাও, তবু

সব হাতে তুলে দাও। তবু মন অশান্ত চঞ্চল।
জানে না সে কী পেয়েছে কী পায়নি এখনো।
সব দাও? তবে কেন এত ঢেউ এত লুটোপুটি?
এত হাহাকার ঝাউবনে বনে? রাশি রাশি বালি?
সব দাও? শুধু রাখো নিজেকে লুকিয়ে। কাকে দেবে?
সম্পূর্ণ যোগ্যতাহীন আমি কেন প্রার্থী তালিকায়!
দেখ আজ হাত নেই পা-ও নেই শরীর বিহীন!
তবু বালি তবু ঝড় তবু ঢেউ তবু তীব্র হাহাকার হাওয়া!

তবুও তুমি

কোথাও কোনো চিহ্ন নেই, তবুও মনে মড়ে।
সহসা কোনো আঘাতে কোনো মায়াবী জলে ঝড়ে।
কোথাও কোনো গন্ধ নেই, তবুও হয় ভুল
ব্যাকুল চোখ ঃ ফুটেছে যদি ফুটেছে সেই ফুল!
কোথাও কোনো শব্দ নেই, শ্রবণপিপাসা যে
কাতর হয়ে লুটোয় পথে ধুলোবালির মাঝে!
কোথাও কোনো স্পর্শ নেই, তবুও তুমি আসো
স্পর্শাতীত ও-বুকে বেঁধে আমাকে ভালবাসো!

তোমার সভায়

কয়েকটি দুঃখের পদ্য সম্বল এসেছি
তোমার সভায় আছি পিছনে দাঁড়িয়ে
উপচে পড়ে সভাকক্ষ গমগমে গলায় কাঁপে বুক
আলো পড়ে মুখে মুখে তীব্র স্থির আলো
পিছনে অস্পষ্ট অন্ধকার। কয়েকটি ফুলের কুঁড়ি মধু
একটি বিবর্ণ ডালে অল্প অল্প সুগন্ধ ছড়ায়।

তুমি দুঃখ ভালবাসো কিনা আমি তা জানি না।
শুধু জানি তুমি মিথ্যে মেকি নও, ভালোও বাসো না।
হৃদয়ের আলো ঠিক চোখে পড়ে অন্তরাল ভেঙে।

যৎসামান্য দুঃখ নিয়ে বহুক্ষণ অপমান নিয়ে
তোমার সভার সব পিছনে রয়েছি আলোকিত।

বাইরে এসো

দরজা বন্ধ ক'রে কোনো লাভ নেই। দুষ্প্রবেশ্য নও।
যেকোনো মুহূর্তে পারি ঢুকে পড়ে ছড়াতে ছিটোতে
কবিতার পংক্তি প্রিয় ঘরে দোরে সোফায় টেবিলে
চোখের পল্লবে ওষ্ঠে বাহুমূলে কাঞ্চনজঙ্ঘায়।

দরজা বন্ধ ক'রে ভুল করেছো যে তা তুমি নিজেই
ঢের বেশি অনুভব করো। আমি ভুলে গেছি সব।
কোনো অপমান গ্লানি স্পর্শ আর করে না সত্তাকে
সবাইকে ভালবাসতে ভালো লাগে তীব্র মমতায়।

দরজা বন্ধ ক'রে কোনো লাভ নেই বস্তুত কোথাও
অন্তরাল নেই। এসো বাইরে দেখ আমাকে ব্যতীত
তোমার অস্তিত্ব কতো অস্পষ্ট। কী বিশ্বাসপ্রবণ
ফুল ফোটে ভোর হয় ভালবেসে বৃষ্টি ঝ'রে যায়।

বয়স

মাঝে মাঝে উঠে আসে ধান খড় প্রাচীন পুকুর
খামারে লক্ষ্মীর পায়ে মার হাত হাতে শাদা শাঁখা
লাউয়ের শশার মাচা ঢেঁকির পাড়ের শব্দ দূরে
খিলানের দীর্ঘ ছায়া লণ্ঠনের ঝাপসা ভীরু আলো
মাঝে মাঝে এসে পড়ে সহস্র শাখা ও প্রশাখায়
প্রবৃদ্ধ অশ্বত্থ আসে দিকচিহ্নহীন ধূ ধূ মাঠ
মাঠের ওপারে নদী নদীর ওপারে শুধু নীল
কবিতার খাতাপত্র ভ'রে যায় চৈত্রের চিতার ভস্মে আর
তাঁর বাঁচোখের জলে ভিজে যায় পঞ্চাশ বছর।

মাঝখানে

ভুলে গেছি তার ঠিকানা ভুলেছি মুখ
দুঃখের দাগ সুখের বইয়ের ভাঁজে
জানালায় রোদ বাতাস কী উৎসুক
পায়ে পথে প্রতি প্রিয়তা ছন্দে বাজে

বাউলপথের শুরু নেই শেষ নেই
মাঝখানে শুধু ধূ ধূ মাঠ প্রান্তর
বিস্মৃত স্মৃতি ভেসে যায় দাওয়াতেই
পড়ে থাকে ভাঙা দরজা জানালা ঘর।

আমার দুঃখ আমার সুখ

আমার দুঃখ আমার সুখ আকাশ গ্রাস করে
ভাসায় নীল তোমার স্রোত আমার যন্ত্রণা
এ দেহ যায় অনেকদিন ধুলোয় বাস করে
কখনো কেউ বলেনি কেউ এখনো বলত না

আমার দুঃখ আমার সুখ মাটিকে দিই নিজে
কখন কাটে ব্যাকুল রাত কখন হয় ভোর
চোখের জলে বসুন্ধরা কখন যায় ভিজে
আমার কিছু মনেই নেই। মনে কি পড়ে ওর!

এখন ভালো

এখন ভালো অপরিচয়
এখন ভালো কিছু
ছায়ার পথে পলাশময়
আকাশ নীল নিচু

এখন থাক অন্ধকার
এখন থাক খালি
এ বুক, যাক স্মৃতির ভার
হাজার করতালি

এখন ভয় এখন ভুল
এখন অভিমান
ঢাকুক এই রাতের চুল
কবির অপমান

এখন এই নিবিড় মেঘ
ছড়াক দিক ঢেকে
ব্যাকুলতর হৃদয়াবেগ
শ্রাবণ মাস ডেকে

মাটি

সকালে শিশির পায়ে যে আকাশ দিগন্তে নেমেছে
ঝরো ঝরো যে গোলাপ নতমুখ ব্যথিত করুণ
আমি সেই মাটি মেখে দেখেছি সহনশীল জলে
তার ক্ষয় তার ক্ষতি বুকে ভার আমার পাথর
আমার শিকড় ঝুরি শুষে নেওয়া চৈত্রের চিতায়
চিন্ময় স্ফুলিঙ্গগুলি ঃ রাত্রির যাত্রীরা ঘুমে কাদা
অনির্বাণ আলো দূর অন্ধকার সমুদ্রের ঢেউয়ে
সৈকতে সতেজ ফেনা শঙ্খ কড়ি ঝিনুক শামুক
মাটি মেখে বালি মেখে সকাতর মুখে চেয়ে আছে
আমার মতন সব ঃ ঘাসে ঘাসে শিশিরের ঢল
পাতার গা বেয়ে পড়ে ফোঁটা ফোঁটা তৃষিত মাটিতে

ভোরের আকাশ দেখে

ভোরের আকাশ দেখে এ হৃদয় প্রার্থনায় কাঁপে।
আমার কি ব্যাকুলতা আছে; আমার প্রারব্ধ কতো বাকি!
অনড় বিশ্বাসটুকু ভীতু এক পাখির মতন।
সংসার শিকড়শুদ্ধ শুষে নেয় সমূহ সত্তাকে।
রাত শেষ হয় রোজ। আরক্তিম ভোরের আকাশ
রোজ কি ইঙ্গিতে হাসে। প্রার্থনায় কাঁপে এ হৃদয়।

কামারপুকুর থেকে

কামারপুকুর থেকে বাস এসে থামে তুলে নেয়।
আমি তো অসাড়চিত্ত, কোনোদিন মনেই পড়ে না
তোমাকে। পড়ে না মনে সবিতৃমণ্ডলে
মধ্যবর্তী তুমি ঠিক চেয়ে আছো, এ চোখ দেখে না।
এ শরীর নিয়ে বৃথা বেলা গেল। জানি
কামারপুকুর থেকে গাড়ী এসে তুলে নেবে ঠিক।
বোধহীন অনুভূতিহীন। যাবো। দেখা হবে। যেন
মাকে রোজ দেখা হয় কোনোদিন বোঝাই যায় না।

ভয়

ক'দিন ধরেই একটা বিষণ্ণতা আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে
সমস্ত কাজের অকাজের ভেতর উঁকিঝুঁকি মেরে
লুকিয়ে যাচ্ছে মনে।
                ক'দিনই একটা ভয় পাওয়া হাওয়া
মনের আনাচে কানাচে বয়ে যাচ্ছে সময় অসময়।
এই রকম সময় দুচোখ ছাপিয়ে অসম্বৃত অশ্রু
তোমাকে ছুঁতে উদ্বেল হয়ে ওঠে।
বড় কষ্ট হয়। দুলে দুলে ওঠে জলের বুক।
সারাজীবন তোলপাড় ক'রে একটা শূন্যতার ঘূর্ণী
আকাশে উঠতে চায়।
                মানুষের ভেঙে পড়া সব মূল্যবোধ
ধুলোয় লুটিয়ে পড়া সব মহত্বের বেদনা
শতচ্ছিন্ন মানবতা নিয়ে
                প্রমত্ত পৃথিবী
গমকে গমকে হেসে ওঠে। আর আমার বিষণ্ণতা
ভয় পাওয়া বালকের মতো নির্বাক কাঁপতে থাকে ...

কোথাও না কোথাও

কোথাও না কোথাও ঠিক আছে।
সেই গ্রাম সেই নদী রূপকথার দেশ।
আঁকাবাঁকা আলপথে মাটির কলস কাঁখে যায়
মেয়েরা। সোনার মতো চাঁদ ওঠে রাতে।
লাউয়ের মাচায় জ্যোৎস্না। অশ্বত্থের পেঁচা
প্রহর শোনায়। ভয়ে বুকে নেয় একজন কবিকে
স্বপ্নের নায়িকা তার মাঠকোঠায়। আছে
এরকম অবিকল গ্রামবাংলা কোথাও না কোথাও
বিষবাষ্প বুকে চেপে। কারো জন্যে প্রতীক্ষায়? হবে।
হয়তো দেখা হবে তার সঙ্গে ঠিক। আর
সে দেশ আকাশ মুচড়ে বৃষ্টি দেবে। হলুদে সোনায়
মাঠময় ধানে ধানে ভ'রে দেবে। নির্জন রাখাল
সোনার গোধূলি দেবে। ভেঙে চুরে বাধা
তিমিরাভিসারে যাবে ত্রিকালীন রাধা।

আবার আসবো

জলভারনত মেঘের মতো একটা ব্যথা
সারাদিন বুক জুড়ে ভাসতে ভাসতে
আমাকে তোমার কাছে আসতে দিলো না।
সারাদিনের সব আঘাত ও অপমান
ক্ষয়ক্ষতি ও ক্ষতস্থান ঢেকে রাখাল
একটা নামহীন ব্যাকুলতা।
অনন্ত এক সেতু বেয়ে শুধু সারাদিন
তোমার কাছে আসতে চেয়েছিলাম।
দেখা হলো না। কোনোদিন আবার আসবো।
তোমার অনন্তঋতু বর্তমান ও ভবিষ্যতের
দু'প্রান্ত ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে থাকুক। আবার আসবো।

কেউ কেউ

অনেকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। অনেকের সঙ্গে
ঘনিষ্ঠতা। অনেকের কথা ভুলে গিয়েছি। কেউ কেউ
এখনো সটান ঘরে ঢুকে পড়ে। কেউ কেউ রাতভিত
মানে না। কেউ চিঠি দেয়। বই পাঠায়। অনুষ্ঠানে টানে
চ'লে আসে। কাউকে কাউকে চেষ্টা করেও
ভুলতে পারি না। ঘুমের মধ্যেও সে চ'লে আসে।
লজ্জার ইতিহাস বৃষ্টির মলাটে মুড়ে উপহার দিয়ে যায়!

আজ

আজ নদী তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে
আকাশ মাটিতে। ঘাসফুলের পরাগ পেতে
স্বর্ণমেঘ নেমে এসেছে আজ। মানুষ মানুষকে
আলিঙ্গনে জানাচ্ছে নিজের মহত্ব। আজ
আমার জন্মদিন। আমার মৃত্যুর দেবতা আজ
আশীর্বাদ করলেন। সুন্দর। তোমাকে কোথায়
বসাই। কীভাবে আপ্যায়ন করি। আজ
হে বন্ধু, দেখলাম, মিথ্যে বিরহের কবিতায়
তুমি আমাকে ঠকিয়েছ। ভালবেসে ঠকাবো আমি।

ঘাসফুল

কিছুতেই চিত্ত স্থির হলো না ব'লে দু'হাতে মুখ ঢেকে
ব'সে রইল নদী। তীরের পাথর চঞ্চল হয়ে উঠে গেল।
বালিতে বালিতে জ্ব'লে উঠলো অনন্ত পিপাসা।
তারপর ঢেউ আর ঢেউ আর ঢেউ নিয়ে সমুদ্র
অতল থেকে জেগে উঠে ভেঙেচুরে ফেলতে চাইল সৈকত।
সত্যের সংযম জ্ঞানের আলোক আনন্দের রস
অপরিপূর্ণ অচরিতার্থ হয়ে টেনে নিলো আবরণ
অস্থিরচিত্ত উপকরণপীড়িত হৃদয় নিয়ে দুঃসহ দিনরাত্রি
প্রমত্ত খেলায় উজ্জ্বল হল। কেউ বিশ্বাস করলো না
শূন্যতার মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়া ব্যর্থ আত্মঘাতীর কথা
সিদ্ধির নেশায় প্রবল উন্মাদনা নির্বাসিত করলো প্রেম।
মনুষ্যত্বের মৃত্যুকে প্রতিসংহরণ ভেবে সে কি উদ্দাম নৃত্য!
সে কি তাকুটি তাকুটি। অসামঞ্জস্যের এই বেদনায়
অতলস্পর্শী শূন্যতার আবরণে অধীর নক্ষত্রমণ্ডলী
সারারাত আহ্বান জানালো মূঢ়তার সীমাহীনতাকে।

স্বার্থের সংকোচে সংস্কারের সংকীর্ণতায় সুখদুঃখের অভিঘাতে
জন্মমৃত্যুর পর্যাকুল আন্দোলনে প্রহৃত প্রতিহত আত্মা
সুদূর সংকল্পে নির্বিকার থেকে ফুটে উঠলো একটি ঘাসফুলে।

অমর্ত্য আলোতে

একজন কবির কাছে তার নারী চায়নি কিছুই
কবিও পারেনি দিতে বাড়ি ঘর বাগান টাগান
শুধু পথে পথে পুড়ে উড়ে বেড়িয়েছে কিছুকাল
দুঃখে কষ্টে কেটে গেছে বহুদিন ভালবাসাময়
দুজনের মুখে চোখে আজও ধুলোবালি পাতাখড়
মণিমুক্তো হয়ে জ্বলে ছলোছলো অমর্ত্য আলোতে।

ব'লে যেতে হবে

আমাকে রাত্রির কাছে সত্যি কথা ব'লে যেতে হবে
সারারাত সহনশীল মৃত্যুনীল মায়ার তিমিরে
আমাকে দু'হাতে ঠেলে যেতে হবে এ জন্মের ঋণ
তাই প্রতিদিন অন্ধ বধির ব্যাকুল স্তব্ধ একা
শূন্যপুরাণের পৃষ্ঠা লেখা তাই অনাগত অনাহত ভয়
আমাকে তোমার কাছে কোনোকিছু লুকোনো চলবে না
উন্মুখ মৃত্তিকাদীর্ণ দীর্ঘশ্বাস ফসিলের শিরা
শস্যের মন্দিরা মৌন মানবীয় ঃ ব'লে যেতে হবে
সুন্দরের বীভৎসতা ব'লে যেতে হবে আনন্দের
নিষ্ঠুরতা ব'লে যেতে জন্মের জটিল হাহাকার

সত্তার সমস্ত আলো ঢেকে রাখে নিজেকে কেমন
গোপন ব্যথার স্পর্শ স্পর্ধাতুর যবনিকা ছিঁড়ে
দুলে ওঠে সারা পথ পথের তামাশা উড়ে যায়
মান-অপমানপত্র ঃ সত্যি কথা বলে না বাতাস
সত্যি কথা নদী বলে? রাত্রি অপেক্ষায় থরো থরো
মর্মরে মিনতিমাখা 'এসো এসো' বহুদূর তীরে
ব'লে যেতে হবে সব ব'লে যেতে হবে সব ব'লে যেতে হবে

বন্দী

এই যে আমার বিষণ্ণতার একটি দুটি পাপড়ি খসে
তোমার মাটি রঙিন ক'রে তোমার পথে বিহ্বলতা
ছড়ায়, পথিক চমকে ওঠে গান ফোটে তার কণ্ঠে কেমন
তেমন সখা পাচ্ছো কোথায়? এই যে আমার মান অভিমান
ঘুম কেড়ে নেয় দুপুর রাতের অন্ধকারের শিকড় থেকে
সত্তা শোষে আনন্দরস মন শানানোর মানুষ একা
এই যে হাঁটে পাথর টিলা বালুর পাহাড়, জলের শব্দ
বাইরে কোথায়? উপচে পড়া বাস ছুটে যায় পিচের রাস্তা
ফিতের মতন খুলেই যাচ্ছে খুলেই যাচ্ছে এই যে আমার
জীবনযাপন যাবজ্জীবন তোমার জন্যে বিষণ্ণতায়
ছোট্ট ঘাসের ফুলের আভায় হচ্ছে হঠাৎ উদ্ভাসিত
আমার ইচ্ছে তোমার ইচ্ছে ঃ এই তো সখা বন্দী হলাম!

আজ

আজ সকালে মেঘের জন্যে শুধু
যাইনি কোথাও ঘরের মধ্যে একা
আজ দুপুরে জলের জন্যে শুধু
পেয়েছি তাকে এভাবে এত একা
আজ সারাদিন মেঘের শব্দ আর
জলের শব্দ আজ সারাদিন হাওয়া
ছুটির স্পর্শ স্মৃতির গন্ধ আর
তার বেদনায় পদ্মব্যাকুল হাওয়া
আজ রাতে তার হাতের মধ্যে হাত
আজ রাতে তার চোখের ওপর চোখ
আজ রাতে তার কেবল যে তার হাত
ফোটাতে ফুল আমার দুটি চোখ।

আমাকে

আমি পাবো তোমাকে পাবোই।
তুমি আর পাবে না আমাকে।

এ কেমনতরো হলো শ্লোক?
তুমি কিছু জানো একা পাখি?

এ পারে এসেই দেখি সাঁকো
কুয়াশা ঢেকেছে। সারারাত।

তাতে কি। দু'পারই যার এক
তাকে ভয় দেখানো কঠিন।

তাই আমি তোমাকে পাবোই
তুমি আর আমাকে পাবে না।

যথেষ্ট

আর কি দেবে? যথেষ্ট ওই ঠোঁটের হাসি।
রোজ দেখা আর নাই বা হলো। বাসের ভিতর
আর কি দেবে? খুঁজবো না আর তোমার বাড়ি।
লিফট উঠে যায় লিফট নেমে যায় তোমার পাশে
দাঁড়িয়ে থাকি। অনেক বছর গড়িয়ে যখন
জল হয়ে যায় স্মৃতির মাটি বালির ভিতর
চিনতে পারবে? যথেষ্ট ওই স্টীলের চামচ
ভর্তি পায়েস। জেতবনে কি তাপস টাপস
এখন মেলে। আর কি দেবে? যথেষ্ট ওই
তোমার হাসি তোমার গন্ধ। আর কি দেবে!

শ্লোক

সকল সীমার উৎশেষ
সকল ব্যথার শান্তি
অযুধ্যমান উন্মেষ
স্বভাবসিদ্ধ ভ্রান্তি

এনেছো মহৎ উদ্ধার।
ফেলে যাবো ঐশ্বর্য
অমিতবিত্ত শ্রদ্ধার
যদি মেলে শুধু ধৈর্য।

একমাত্র ভালবাসা

একমাত্র ভালবাসা পারে। আমরা নির্বাক দেখে যাই।
কার্যকারণের সূত্র ছিঁড়ে জলে ভেসে যায় মালা।
ভালবাসা একই সঙ্গে মিলন বিরহ গাঁথে। তাই
ক্রমশ সুস্পষ্ট হয় তার ধ্যান ধারণার জ্বালা।

এখানে ফেলে

অন্ধকার। কোথাও নেই সাড়া।
কোথাও নেই রাতের কড়া নাড়া।
আমাকে তবু আমাকে দেবে নাকি?

সারাটা দিন কেটেছে কোনো মতে
একাকী শুধু একাকী পথে পথে।
কোথায় জলে ঝড়ে যে থাকি থাকি!

এখন কেউ তোলে না দুটি চোখ
নিরঞ্জন নিঃস্ব নিরালোক
অন্ধকার। কোথাও নেই তুমি!

বসন্তের বেদনা থরো থরো
পলাশ আজ হয়েছে জরো জরো
দহনশীল দারুণ বনভূমি।

আমাকে তবু আমাকে দেবে ব'লে
আকাশে মেঘে মাটিতে জলে জলে
অথৈ নীল এমন অনুভব।

এমন গাঢ় অন্ধকার টানে
কোথায় যেতে কে জানে কোনখানে
এখানে ফেলে এখানে ফেলে সব!

দেখা

তাকে আমি দেখেছি কেবল।
শ্রাবণের মেঘের সজল
বুকে বার বার এসে বাজো
কেন আজও বলো কেন আজও!
আমি তাকে ছুঁয়েছি কি তবে?
ভেজা বাতাসের অনুভবে
মনে হয় ঃ শুধু মনে হয়!
স্থির হয়ে রয়েছে সময়।
তাকে আমি চিনিনি কখনো
আলো আর ছায়ার মতনও
এ জীবন এই বারোমাস—
আজ কেন ফুটেছো পলাশ?
দুচোখ দেখে না, তবু কাছে
সে আছে সে আছে সে যে আছে।
তাকে আমি দেখেছি, সেও কি
দেখেনি আমাকে? হে জোনাকি
তবে কেন জ্বলো নিভো জ্বলো
বলো আজ বলো আজ বলো!

বালক

সকাল গেছে হারিয়ে গেছে দুপুরবেলা পথে
বিকেল বেলা মেঘের তলে লুকিয়ে ভেসে যায়
একাকী সেই বালক কেন দাঁড়িয়ে দিশেহারা?
বয়স তার অন্ধকার বেদনা এঁকে এঁকে
কেউ কি আলো জ্বালেনি? কেউ বলেনি কিছু নেই?
সকাল বলে কিছুই নেই দুপুর বলে কিছু
বিকেলবেলা মায়াবী জালে ছড়ায় রামধনু?
একাকী কেন বালক, তার বয়স বাড়বে না!

তোমার কথা ভেবে

তোমার কথা ভেবে এ লেখা ভেসে যায়
তুমি তা কোনোদিন জীবনে জানবে না।
এও তো ভালবাসা! তোমার কথা ভেবে
এ মন ডুবে যায় অথৈ পারাবারে।
হয়তো কোনোদিন কেহই বুঝবে না
কে তুমি কার সাথে এ প্রেম এ দহন।
তোমার সৌরভে এ ঘর ভ'রে যায়
অথচ কেউ নেই কোথাও কেউ নেই!
অথচ সব আছে সবই তো আছে আজ।
তবু যে বিরহের বেদনা চমকায়!
কোথাও জল পড়ে, কোথাও পাতা নড়ে
কোথায় শ্রাবণের সন্ধ্যা ভারাতুর—
কোথায়? কেউ জানে? তোমার ওই মুখ
আমার দুই হাতে কেন যে গ'লে যায়
তুমি তা জানবে না তুমি তা জানবে না
তোমার কথা ভেবে তোমার কথা ভেবে
এ রাতে মায়াময় নিজেকে হারালাম।

যাবো

আমি কি কিছু নিয়েছি নিচু হয়ে
তাহলে কেন আমাকে যেতে বলো
অপরিচয়ে জয়ে ও পরাজয়ে
সকাল গেছে দুপুরও শেষ হলো
এখন খালি বিকেলটুকু ছাড়া
রাখিনি কিছু মুঠোতে তবু তুমি
কেন যে যেতে কেবলই করো তাড়া
দখল ক'রে এটুকু মনোভূমি
কী ক্ষতি যদি তোমাকে ছেড়ে তাকে
এ বুকে টানি এমন নদী বাঁকে
ভাসাই ভাসি নিম্নগামী জলে?
তোমার কাছে যাবো তো রাত হলে।

তুমি লেখো

আসবে ব'লেই ব'সে থাকা
যাবে ব'লে দুয়ারে দাঁড়ানো
আসবে না যাবে না ব'লে রাখা
এই পথ দিগন্ত ছাড়ানো

জন্মকে মৃত্যুকে সঙ্গে নিয়ে
সামান্য জীবন ভেসে যায়
বৃষ্টি দিয়ে শুধু বৃষ্টি দিয়ে
তুমি লেখো অসামান্যতায়

দুর্বোধ্য

আমার তো কোনো বন্ধু নেই
কোনো নাম নেই আর আজ
তবু লিখি বন্ধুর কথা যে
কেন লিখি নিজেই জানি না।

আমার তো কোনো গ্রাম নেই
নেই কোনো নির্ভুল ঠিকানা
তবু মাঝে মাঝে যে পালাই
কোথায় জানি না আমি নিজে।

আমার ঈশ্বর নেই আর
আমার আহ্নিক নেই আর
তবু জন্মমৃত্যু রেখে যাই
অনিবার্য আনন্দ-আগুনে।

আমার যা কিছু, করতল
একে ওকে তাকে দিয়ে আজ
খুলে দিয়ে গেছে যবনিকা।

শুধু নীল শূন্য গাঢ় নীল।

শিমুল

কেবল শরীর যায় কেবল পোশাক ছিঁড়ে যায়
নদী তীরে অন্ধকারে জেগে থাকে একাকী শিমুল
বালির চিতায় কোনো চিহ্ন নেই কোনো স্মৃতি নেই
সজল চোখের মতো ভাষা কই ভালবাসা কই
মুঠো খুলে দিতে হয় একদিন সমূল সত্তাকে

কেবল শরীর যায় কেবল পোশাক ছিঁড়ে যায়

সারি সারি জ্বলে ওঠে দোকানের বিজ্ঞাপনগুলি
পাপ ও পুণ্যের সীমা ভেঙে জেগে ওঠে সেই ক্রোধ
প্লেনের মতন ঋজু গতিশীল ধাতব আগুন
আবার সজল ভুল আবার রহস্যময় ভুল
ফুলে ফুলে ছেয়ে যায় ঃ অন্ধকার নদীতীরে একা

জেগে থাকে কী যে লাল! পৃথিবীর একাকী শিমুল।

বরাটদা

এত তীব্র শাদা পরতে, বুকে লেগে আছে তার রঙ
শাদা মেঘ ভেসে যায় বৃষ্টি নিয়ে ভালবাসা নিয়ে
বহুদূর তীর হতে ভেসে আসে রবীন্দ্রসঙ্গীত
আমার দুচোখ জলে ভ'রে ওঠে ঝাপসা হয়ে যায়
কলেজের শালবন লালপথ পৌরসভা বাউলের মেলা।
এত তীব্র ভালবাসতে, তার ভার রয়েছে হৃদয়ে
রয়েছে এ নিঃস্ব নীলে ছুটির দুপুরে একলা পথে
বৃষ্টিতে রোদ্দুরে ঘাসে ধুলোতে বালিতে কবিতায়
আমার দুচোখ শুধু ভেসে যায় অবুঝ অশ্রুতে

ইশকুল

ইশকুল আমাকে এত কেড়ে নাও কেন?
কেন কেড়ে নাও এতো দেরি ক'রে বাস?
আনাজপাতিরা নাও হাটমশলা নাও
বন্ধু নাও শত্রু নাও সমাজ ও সমাজবিরোধী
টুকরো টুকরো ক'রে কেন আমাকে ভাসাও?
আমার মতন ক'রে আপনার মনে
কেন থাকতে দেবে না আমাকে সারাদিন?
এই ভাবে! শুধু এই ভাবে দিন যাবে!

শিক্ষার্থী

শেখাও শূন্যতা ছিঁড়ে কীভাবে ফোটাও লাল জবা
কীভাবে বাচাল করো মূর্খ এক প্রমত্ত কবিকে
মূক ও বধির করো ইচ্ছেমতো রাত্রির চূড়ায়
দেখাও মায়াবী যাদু শৃঙ্গারখচিত এক ঝলক
অসহ্য উন্মাদ করো খুলে নিয়ে অন্ধ যবনিকা
কীভাবে চোখের সামনে ফোয়ারা ফাটিয়ে একদিন
বোঝাও কী করে এই অনুপ্রবেশের দাহে রসসিক্ত ক'রে
উচ্ছ্রিত করেছো মুক্তিপদ্মখানি বদ্ধদীঘিজলে
আমি বেঁধে দেবো আল সমিধ সংগ্রহ করবো নিজে
আমি উপবাসী থাকব সহস্র বছর আসবো যাবো
অনন্ত প্রণালী বেয়ে নৌকোয় নৌকোয় করজোড়ে
শেখাও শূন্যতা দিয়ে এত নীল কীভাবে বানাও।

হিরণ্ময় আড়াল

একবার তোমাকে যদি নিয়ে যাই চূড়োয় একাকী
তাতে কি হায় হায় উঠবে ঢিঢি পড়বে গ্রামে?
একবার দেখাই যদি তোমারই বুকের মধ্যে লুকোনো কস্তুরী
তোমাকে তাতে কি অন্ধ সমূহ সংসার ডুবে যাবে?
তুমি কি একান্ত কারো ব্যক্তিগত অতি ব্যক্তিগত?
সুন্দর, কবিকে কেন হিরণ্ময় আড়াল দিলে না!

ডাক

তোমাকে ডাকে গাছের ফাঁকে চাঁদের মতো
নদীর বাঁকে মুচড়ে ওঠা জলের স্রোতও
রাতের হাতের কামড়ে বসা কাঁধের থাবা
আকণ্ঠ নীল আকণ্ঠ এক তেষ্টা পাবার
কষ্ট ডাকে উষ্ণ এবং রোমাঞ্চকর
সংবেদনের সংজ্ঞা হারায় ঠোঁটের উপর
ঠোঁট দুটিতে বুকের ওপর বুকের চাপে
ফুলগুলি সব ফুল্ল সরস নিবিড় তাপে
ফুটতে থাকে তোমায় ডাকে তোমায় ডাকে
সমুদ্র এক উথালপাথাল কাজের ফাঁকে।

২২ মার্চ ৯৫

সাক্ষী আছে কলকাতার ধুলো ওড়া চৈত্রের বাতাস
কর্ণেল বিশ্বাস রোড কিরণশঙ্কর রায় রোড
কাঁধে তীব্র ভারি ব্যাগ বইগুলি তোমাকেই দেব
প্রথম, কখনো দিইনি, কখনো যাইনি কাছে
দেখা পাওয়া বড় শক্ত কলকাতার কঠিন দরজা
ঠেলে কি ভেতরে ঢোকা সহজ। বইগুলি রেখে ফিরি
অন্যমনস্ক ও ব্যর্থ হিমাদ্রির পাশে
আরও কোনোদিন আসব দেখা করবো ভেবে—

এসব একুশে মার্চ।

তুমি পরদিনই চমকে লিখে ফেললে মৃত্যুর কবিতা
অনন্য একাকী স্তব্ধ।
আমার বইগুলি পড়ে আছে
তোমার টেবিলে স্তব্ধ
তোমার বইগুলি পড়ে আছে
আমার জীবনে স্তব্ধ

ও চিরপ্রণম্য অগ্নি সত্যি তুমি পোড়ালে তাহলে?

আনন্দসন্ধ্যা

আমার সমস্ত ধান ঝ'রে গেছে চৈত্রের চিতায়
তবু মধ্যবিত্ত মন বদ্ধমূল স্নেহার্ত মাটিতে।

আমার সমস্ত ধ্যান ডুবে গেছে শূন্যতার নীলে
তবু সহ্যশীলতায় দুঃখে ছায় আশ্চর্য আকাশ।

তোমার? বলো না কিছু। আমি পিছু পিছু মাথা নিচু—
ব্যথিত এ বসুন্ধরা ঃ উচ্চকিত অশান্ত হৃদয়

আমাদের ঘিরে থাকে নীল জ্যোতিসরোবর ঘর
পদ্মের মতন ফুটে ওঠে হেসে জ্যোৎস্না ভেজা দাওয়া

ধান যায় ধ্যান যায় মুক্তি মোক্ষ দীক্ষাভার সব
আসন্ন আনন্দসন্ধ্যা ঃ চলো বসি তারার মাদুরে।

পাখির কাছে

'যা খুশি লেখো না' ব'লে চঞ্চল পাখিটি
ব্যস্ততম ভোর থেকে উড়ে উড়ে আমাক দেখায়
শিল্পের আশ্চর্য অসারতা।
                    তুমি আগেই দেখেছো?
অমরত্ব ব'লে কিছু শব্দের কুহক?
                    তীর্থ দীক্ষা ও সন্ন্যাস
সম্যক নাশের দিকে কাকে কাকে নিয়ে গেছে কাকে
ফেলে রেখে গেছে!
                    সব জানা বড় ভয়ানক জানো!
অজ্ঞানতা বড় সুখ
                    স্বার্থপরতার চেয়ে কোনো
সুখস্বাদ আছে নাকি!
                    'যা খুশি লেখো না'—
আমার খুশির কালি গড়ায় ছড়ায় সারা নীলে
অসীম আকাশময়
                    আমার খুশির বর্ণমালা

অনন্ত নক্ষত্রে জ্বলে নেভে জ্বলে নেভে আর জ্বলে
খুশির কলম কেড়ে নিতে পারে
এমন সম্রাট
সসাগরা পৃথিবীতে ছিল নাকি?
পাখি?
কোথায় যে চ'লে যাও অভিরুচিহীন
অন্বেষণে
'যা খুশি লেখো না' ব'লে ডানায় ছড়িয়ে অসারতা।

কীটপতঙ্গ

তোমাকে বলিনি ব'লে নদী ছিল পর্বতমালাও
এবং তোমার নাম যাবচ্চন্দ্রদিবাকর।
আজ
কাউকে বলতেই হবে ঃ
তুমি ভীত ত্রস্ত, ভালবাসা!
শুভ অশুভের নীলে ডুবে যায় জন্ম, মৃত্যুময়
আমাদর যাবতীয় পথ প্রিয় সংসার—
কাউকে
বলতেই সারাটা দিন পুড়ে গেল ঃ
তোমাকে বিশ্বাস
সর্বসান্ত ক'রে তবু যাবচ্চন্দ্রদিবাকর থাকো
অস্তিত্বের নীল স্রোতে
তাতল সৈকত জ্বলে যায়।
তোমাকে বলিনি ব'লে সমস্ত ব্যর্থতা পুঞ্জীভূত
ছায়াপথ হয়ে ওঠে অতলান্ত রাত্রির আকাশে
সমস্ত দুঃখের রক্তপদ্মগন্ধ ধরিত্রী কাঁদায়
এবং তোমার নাম নিতে নিতে কোটি কোটি কীট
মানুষের মত আহা বাচালতা শিখে
ভালবাসা
তোমাকে শাসায়!

ছন্দ

যেকোনো ব্যথিত অতি ব্যক্তিগত দিনে
শাদা ধুলো বালি নিয়ে এই পথ হয়ে ওঠে সোনা
আমি তো বাউল নই ঃ তবু পায়ে বেজে ওঠে কিছু
নিচু হয়ে দেখি কাঁটা পাথর প্রচ্ছন্ন অভিমান।
মনের অথৈ জলে মগ্ন মন জানে না কোথায়
যেতে যেতে ভেসে আসা ঃ শুধু অতি ব্যক্তিগত রাতে
বুকের ভিতরে ডাকে ছায়াপথ শাদা শুধু শাদা
যেন উত্তরীয় ওড়ে অন্বেষণে ব্যাকুল বাতাসে—
আমি তো বাউল নই ঃ তবু স্পর্শাতীত তারে তারে
সমস্ত জন্মের ছন্দ যাবতীয় মৃত্যুরও বাজায়।

একা যায়

আঁকাবাঁকা আলপথ মাটির কলস কাঁখে একা
পায়ের পাতায় ছলকে পড়ে জল এ হৃদয় অশ্রুর মতন
আমি কী তোমার মত পরিষ্কার রাখতে পারি ঘর?
পথ ছিঁড়ে কেড়ে নিলে কী করব। প্রবৃদ্ধ অশথ
সাক্ষী আছো পুড়ে পুড়ে সোনা হওয়া সেইসব রাত
কালি মাখা অনশ্বর মায়াবী লণ্ঠন, মনে পড়ে
উড়ে উড়ে সারারাত জ্যোৎস্নায় কী প্লাবিত উত্তাল!
ভুলে যেতে কষ্ট পাই ভুলে যেতে পারো অনায়াসে
ব্রহ্মরন্ধ্রপথে যায় বাউলের মতো একা একা ধ্রুবাস্মৃতি।

এভাবে

এভাবে ফেরাও যদি নতমুখ আমি চ'লে যাবো
পৃথিবীতে তাতে কিছু যাবে না আসবে না
সুন্দরের সহ্যশীল সনির্বন্ধ সন্ধ্যার আঁধারে
প্রাচীন প্রবৃদ্ধ পেঁচা মান্ধাতার অশ্বত্থের ডালে
এখনো বসিয়া আছে। এভাবে ফেরাও যদি তবে
তোমার সমস্ত শূন্য অন্তঃসার আমাকে দেখাবে
পৃথিবীতে তাতেও কি যাবে আসবে কিছু!

কাছে দূরে

কত দূরে দুর্গাপুর ঃ সামান্য দেড় ঘণ্টা ব্যবধান
তবু ফিরে অকারণ মন কেমন করে
বিষণ্ণ ছবির মতো ভেজা পথ
ভেজা মাঠ সর্বসিক্ত সি এম ই আর আই
উঁচু নিচু বাড়িগুলি খোলা বন্ধ জানালা দরজা
চতুর্দিকে ছড়ানো ছিটোনো সিঁড়ি
এম এ ডি ফোরের
কলিংবেল দরজা খুলছে বুলুর হলুদমাখা হাত
আঁকাবাঁকা রিবনের মতো কালো পথে
সাইকেলে হিমাদ্রি ফিরছে
ছটা দশ নাকি
দুধ আনতে গিয়ে রাকা গেজেট বৌদিকে সাবধানে
টুইস্ট করেছে রিপোর্টাজ
কুমারমঙ্গলম পার্কে যাই
জলটাকীকে বাড়ি বলে
দুবোনে হেসেই যেন খুন
সি-জোনে ওষুধ কিনতে
দুদিন দোকান বন্ধ
ভিজে ভিজে ফেরা
সিসু গাছগুলি থেকে জলের ফোঁটার শব্দ নির্জন সন্ধ্যায়
সমস্ত ছবির মতো
শিরা উপশিরাময় ছবির মতন
সংবেদনশীল তবু ছবির মতন
হৃদয়ের ফ্রেমে বাঁধা
বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে ঝকঝকে
কাছে-দূরে অন্ধকারে থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকায়।

একদিন

একদিন জবাফুলে ভুলিয়েছিলে মা।
আজ ধূ ধূ কাঁটাজমি নষ্ট মাঠ বালি।
ফুল নেই ভুল নেই সমতুল শূন্যতাও নেই।
একা একা আমি আছি অস্তিত্ব সম্বল।

তীরে

এক একটি জন্মের জলে ভেসে যায় মূঢ় কোলাহল
আমি তীরে সুপ্রাচীন স্থিরদৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছি
কখন তোমার নৌকো দেখা দেবে শাদা পাল তুলে
চোখে গাঢ় বেদনার অশ্রুবিন্দু টলোমলো করে
তাকাতে ভীষণ কষ্ট জলস্রোতে ভেসে ভেসে যায়
জয় পরাজয় খ্যাতি অপমান অন্ধকার স্মৃতি
এক একটি জন্মের জলে ঃ ফুটে ওঠে তোমার আনন
যেন পদ্ম জন্মান্তর বিস্মৃত বেদনা বিজড়িত
একা লাগে একা লাগে ফাঁকা লাগে সব শূন্য লাগে
অজস্র সূর্যাস্ত থেকে উড়ে যায় রঙিন পালক লাল পাতা

সব দেখা হলে

সব দেখা শেষ হলে বুজে আসে চোখ
অন্ধকারে জ্বলে ওঠে অপার্থিব আলো
ভেজায় ভাসায় ভাঙে টুকরো ক'রে নিঃস্ব একা ক'রে
স্বাধীন সুন্দর সন্ধ্যা ঃ কেউ কাছাকাছি
বহু দূর থেকে যেন কথা বলে গান গায় হাসে
বৃষ্টি পড়ে ঘুম ভেঙে চেয়ে থাকে রঙিন পাথর।
সব দেখা শেষ হ'লে অন্ধ হয়ে আসে
বন্ধ হয়ে আসে দরজা নক্ষত্রে মিলিয়ে যায় ছায়া
পথে পড়ে থাকে ফুল গন্ধ স্মৃতি জন্মের পোশাক
মৃত্যুর পোশাক প্রিয় কবিতার পংক্তি ভাঙাচোরা
কিছুই থাকে না সব দেখা হলে সব দেখা হলে

রূপ

বলি না। দেখি না। সব সংকল্প বিহীন
নিরুদ্ধ। আনন্দ অশ্রু গড়ায় ছড়ায়—
ঘাসের শিশিরে গ্রহে গাঢ় নীলে নীলে
এর কোনো মানে আছে? লেখা যায়? চুপ।
রূপের সাকার থেকে তবু কাছে চলে আসে রূপ।

অন্ধ কবি

সম্পর্ক-সম্ভব রাত্রি। অন্ধকার বেসামাল হাওয়া।
অসংবৃত অনুরাগে অন্ধ চোখ। শিল্পের মাধ্যম।
এরকমই কথাবার্তা। কবি এত ভার বইতে পারে?
কোথাও দেবতা নেই, আজ আর গড়ে না মানুষ।
এরকমই অর্থহীন। কবি এত নষ্ট হতে পারে?
পাথরে পাথরে ফুল ফোটাবার স্বেদসিক্ত দিন
নামহীন নদী গর্ভে শাদা হাড়ে কঙ্কালে বিলীন।
শিল্পের মাধ্যম-মুগ্ধ অন্ধ কবি কিছুই বোঝে না!

নিঃস্ব

ভুলে যাচ্ছি ক্রমাগত ভুল হচ্ছে চেনা রাস্তা বাড়ি
যাকে ছাড়া বাঁচা যায় না তাকেও কি মনে পড়ে আজ?
সব দূরে সরে যাচ্ছে যারা বড় বেশি কাছাকাছি
জলে ভেজা ছবি সব সম্পর্ক-বাঁধানো ফ্রেমে কাচে

আর একা হতে হতে একা হতে হতে সেই নীলে
নীলের সমুদ্রে দেখছি ভেসে যায় ডুবে যায় গ'লে
আমার বিভিন্ন অংশ সত্তার অজস্র টুকরো গুলি
আমাকে সম্পূর্ণ নিঃস্ব নিরঞ্জন করে।

অভিজ্ঞতা জ্ঞানী করে বোধ এনে দেয় চোখে জল
বস্তুত প্রেমের জন্যে এত ভার নিয়েছে মানুষ!

আমি ভীরু রুগ্ন কবি। তবু কোনো ত্রাণ নেই? তবু?

পাখি

পাখির সংসার থেকে এক ঝলক বিষণ্ণতা এসে
আমাকে স্নানের জন্যে অনুরোধ করে—
খেতে বলে বিশ্রামে আতুর দেয় শয্যাতল, পাখি
অতিথিবাৎসল্য নিয়ে জেগে থাকে দেরি করে এলে ভিড় বাস
স্নেহার্ত চোখের কোণে শিশিরের মতো
আমার মুক্তি ও মোক্ষ দুলে ওঠে পাখির সংসারে।

অকাজে কাজে

সারাদিন কাটে ঝাঁটিপাহাড়ীতে
রাতটুকু নেয় নতুনচটি
তাহলে কী থাকে তোমাকে যে দিতে
শোনাবো কী করে কবিতা ক'টি?

কদাচিৎ পেলে বাসের জানালা
চোখে চোখে কিছু বলেছি শুধু
ও মাঠ ও নদী পথ গাছপালা
প্রিয় নদী শাদা বালিতে ধূ ধূ

কখনো ক্লাশের ফাঁকে একরাশ
নীল এসে ভেসে গেলে বলেছি তো
ছুটির ঘণ্টা, দিইনি আভাস?
তাজা চকখড়ি গুঁড়ো, নিয়মিত?

বলিনি কাদায় জলে মুদিখানা?
রেশন ও দুধ আনাজের পটি?
ভিখিরী নিতাই? ভুট্টোর দানা?
এখনো রয়েছে এখনো কটি।

থরো থরো বুকে মেঘে ডেকে ওঠে
বিদ্যুতে ফিরে বজ্রে বাজে
তোমার চোখের আকাশে দুঠোঁটে
আমার হাজার অকাজে কাজে।

শেখা

কিছুই থাকে না আমি বহুদিন জানি
ধুলোর বালির পথ পায় না কাউকে
আনন্দে মেতেই থাকে তাবৎ অন্ধেরা
একাকী ত্বপ্রিয় পাখি কেবল শেখালো
বিজন বিরহ বলে কিছু নেই কোনো কিছু নেই।

নাম

অবশেষে কেউ এসেছিল তরুতলে?
কেউ না? তাহলে ব্যাকুল সন্ধ্যা হলে
বলো নাম বলো নাম বলো তার নাম
স্মৃতিতে প্রীতিতে ব্যথিত মনস্কাম
অবশেষে ভেসে হেসে হেসে চলো চলো
নিভৃত নামের নির্জনে ছলো ছলো।

আকাশ

কিছুই কি যায় আসে? স্বপ্নের ভিতরে
সফলতা ব্যর্থতার ঢেউগুলি ভাঙে
জীবন মৃত্যুর ঢেউ ভাঙে ফেনা হয়—
কিছুই হয় না নিচু ব্যথিতের কাছে
মনে হয় ও দিগন্তে নেমেছে আকাশ।

শুয়ে আছো

শুয়ে আছো সকালের মতো মধুরতা
দু-একটি শিশির কণা লেগে আছে ঘাসে
লুকিয়ে রেখেছি সব চোখের পিপাসা
শ্রবণকাতর হিয়া ঝুঁকেছে আভাসে
শুয়ে আছো আকাশের মতো নিরঞ্জনা
আমার মনের মেঘ মেদুরতা নিয়ে।

বৃষ্টিকে

আমাকেই দিতে হবে? আমাকেই শুধু যেতে হবে?
সমুদ্রে পাহাড়ে নীলে তুমি হাসবে গমকে গমকে!
কোথাও যে ত্রাণ নেই কোথাও যে ত্রাতা নেই—সে তো
সামান্য পিঁপড়েও জানে—
আমি শুধু অবুঝ বেদনা
ছড়াই আকাশে আর মৃত্তিকায় সারাটা জীবন
জড়াই শিকড়ে শুভ্র পিপাসায় অন্ধ সংস্কারে!
কিছুতে বিশ্বাস হয় না
ভালবাসা নেই।
মন বোঝে বোঝে না এ প্রাণ
ভালবাসা নেই।
তবু আমাকেই দিতে হবে? শুধুমাত্র একাকী আমাকে?
অন্ধকার ঝড়ো রাত দুঃখীতম—সকাল হবে না
কখনো—জ্বলবে না আর আলো—
জ্বলেনি কি? হয়নি সকাল?
তাহলে ত্রিকালদর্শী জাল
কেন শুধু ফেলে রাখি কেন নিজে গুটোতে পারি না!
পথের দু'প্রান্তে ওড়ে ধুলো আর বালি আর ছাই
বজ্রবিদ্যুতের স্পর্শে পোড়ে সুপ্ত সোনার শিকল
কার্যকারণতা ছিঁড়ে ফুটে ওঠা অন্তঃকরণের
দীপ্ত লাল জবা
শুধুই আমার জন্যে? একাকী আমার জন্যে কোনোদিন
বৃষ্টি, ধুয়ে দেবে না শূন্যতা?

কষ্ট হয়

এত বেশি কে দেখেছে জানা নেই।
অগ্নিসম্ভবের দৃশ্যগুলি
টেরাকোটা ক'রে রাখব?
হাজার বছর পরে তুমি
দেখবে বলে!
সংবেদন-শীলিত সন্ধ্যায় মায়া-আলো

তোমাকে আমার কাছে নিয়ে যেতে ধুলোতে বালিতে
যদি নামে!
এত বেশি অনুভবসিদ্ধ কথাগুলি
অনাহত ধ্বনি ক'রে তুলে রাখব?
ব্যঞ্জনা-ব্যাকুল
কোনো এক মুহূর্তের জন্যে শুধু দেশকাল ভেঙে?
কোথা যেতে যেতে কেন তোমাদের এখানে এলাম
কিছুতে পড়ে না মনে।
কষ্ট হয়।
পৃথিবী, এখানে
মাঝে মাঝে প্রেম আসে ভালবাসা নিবিড় বিশ্বাস
সেগুলি রাখো না তুমি যত্ন ক'রে?
শুধু শাদা পথে
অনন্ত অধীর হাওয়া ওড়ে পাতা ওড়ে ধুলো বালি!

আর একবার

আর একবার লেখো। আর একবার শুধু বলো।
বিস্মৃতির শীর্ষে এসে দাঁড়িয়েছি। অনেক অতলে
সূক্ষ্ম শিকড়ের টান—তাই আর মাত্র একবার—
বস্তুত কোথাও কোনো ব্যবধান বা বিরহ নেই।
ভুল বোঝাবুঝিগুলি কোনোমতে শোনে না দর্শন
পিপাসার সিঁথিপথে জ্ব'লে ওঠে দাবানল রাতে
কঠিন পাথর থেকে নিংড়ে নেয় কেউ যেন জল
কেউ যেন হাসে নিঃস্ব নীলে নীলে সমুদ্র কাঁপিয়ে
বিস্মৃতির শীর্ষে এসে শুধু মৃদু টেনেছে পাতাল।
আর একবার লেখো। আর একবার শুধু লেখো।

শিকড়

আর কোনো ত্রাণ নেই পাতা ফুল ছায়া
আর কোনো গান নেই অবেলার পাখি
আর কোনো তৃষ্ণা নেই ভেসে যায় গান
মৃত্তিকা, ধরো না তার দুটি ছোটো হাতে।